সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৮৯

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

(১৮৭৮—১৯৪৩)

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের

করকমলে

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত ভূমিকা

সাহিত্য-নিকেতন
পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
সাহিত্য-নিকেতন

প্রথম সংস্করণ—২ পৌষ ১৩৪৯
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—১০ মাঘ ১৩৫০

মূল্য ৸৵০ আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪.২—২৪।১।১৯৪৪

ভূমিকা

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কিছু কাল পূর্ব্বে (রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকের রচনা ও গ্রন্থের একটি পঞ্জী প্রকাশ করিয়াছিলাম; ব্রজেন্দ্রবাবু মুদ্রিত গ্রন্থগুলি লইয়া এবং আমি তাঁহার বিভিন্ন বেনামী ও ছদ্ম নামে প্রকাশিত রচনাগুলি লইয়া কাজ করিয়াছিলাম। প্রভাতবাবু এবং প্রশান্তবাবুর তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রের প্রবন্ধাদির সাহায্য সত্ত্বেও এই গ্রন্থ-পঞ্জীর কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যে কত দুরূহ, সেই সময়েই তাহা অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের পরিশ্রমের বহর দেখিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই রচনা ও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের কাজ নানা কারণে 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পূর্ণ হয় নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু যে এত দিনে কঠিন পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থপঞ্জীর কাজ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন, সেই আনন্দেই আমি আজ এই ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি। এই দুরূহ কাজ তিনি না করিলে কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত না, এই বিশ্বাস আমার এখনও আছে। অন্য যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের ত্রুটি এবং অনবধানতা এতই প্রকট যে, আমাকেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সমস্ত পুস্তক স্বচক্ষে দেখিয়া এবং বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকার সহিত মিলাইয়া কালানুক্রমিক ভাবে সাজাইয়া এই পঞ্জী আর কেহ করেন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু যে স্বয়ং

নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত না হইয়া কোনও মন্তব্য করেন নাই, তাহার সাক্ষ্য আমি স্বয়ং দিতে পারি। আমার মতে, এই সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের রচিত বাংলা পুস্তকের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রকাশিত হইল। এইরূপ একখানি পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার অধিকার দিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

আরও সুখের বিষয়, ইহা মাত্র গ্রন্থ-তালিকা হয় নাই, প্রত্যেক গ্রন্থের অতি সংক্ষেপ পরিচয়ও ব্রজেন্দ্রবাবু দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁহারা অতঃপর গবেষণাদি করিবেন, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যে-সকল মূল্যবান্ তথ্য প্রথমে সংগৃহীত না হইলে গবেষণার কাজ আরম্ভই করা যায় না, প্রত্যেক গবেষককে তাহা স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ ছয় মাসের অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত; ব্রজেন্দ্রবাবু সকলের হইয়া এই কঠিন কাজ করিয়া গবেষণার কাজ সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত পাঠ্য পুস্তক, সম্পাদিত পুস্তক ও তাঁহার স্বরলিপি-পুস্তকগুলির তালিকা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করাতে কাজের অনেক সুবিধা হইয়াছে। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের একেবারে গোড়ার দিকের রচনাগুলি সম্বন্ধেও বিবিধ তথ্য প্রকাশ করাতে এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গ্রন্থ দৃষ্টে রবীন্দ্রনাথের বেনামী ও ছদ্ম নামে প্রকাশিত রচনাপঞ্জীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিবার আগ্রহ আমার হইতেছে। আমার মনে হয়, পুস্তকখানি হাতে পাইলে আরও অনেকের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কাজ করিবার আগ্রহ হইবে। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সত্যকার কাজ এখনও আরম্ভই হয় নাই। যত দিন যাইবে, ব্রজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ-পরিচয়ের মূল্য আমরা ততই বুঝিতে পারিব।

নিবেদন

যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপুল গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক তালিকার অভাব অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র নির্ভরযোগ্য নহে,—পূর্ণাঙ্গ ত নহেই। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থপঞ্জীতে প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রচলিত সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন থাকিলেও প্রধানতঃ তাহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের অনেক পুস্তকে প্রকাশকালের উল্লেখ নাই; কতক-গুলিতে সাল দেওয়া আছে, কিন্তু মাসের উল্লেখ নাই; কোন কোন পুস্তকে আবার সালের ভুলও আছে। এরূপ ক্ষেত্রে এবং একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য বন্ধনীমধ্যে যে ইংরেজী তারিখ দিয়াছি, তাহা 'ক্যালকাটা গেজেটে'র পরিশিষ্টে প্রদত্ত বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের প্রকাশকাল।

এই গ্রন্থতালিকা সঙ্কলনে আমরা প্রধানতঃ পুস্তিকা ও প্রোগ্রামের নাম বাদ দিয়াছি। এগুলির সংখ্যা কম নহে এবং সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গ্রন্থের তালিকাও এই পুস্তকে মুদ্রিত হয় নাই।

এই পুস্তক-প্রণয়নে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, পুলিনবিহারী সেন, অমলচন্দ্র হোম ও সুশীলকুমার মজুমদার তাঁহাদের সংগ্রহ হইতে

রবীন্দ্রনাথের অনেক গ্রন্থাদি আমাকে দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন ও সনৎকুমার গুপ্ত এই পুস্তকের জন্য কোন কোন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদের গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১০ মাঘ ১৩৫০ **শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**

'কবি-কাহিনী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ৫ নবেম্বর ১৮৭৮ তারিখে সরকারের হস্তগত হইয়াছিল। এই তারিখে ভুল নাই।

(খ) বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী শিক্ষার ভার পাড়য়াছিল—অ্যানা তরখড় (Ana Turkhud) নামে এক জন মরাঠী মহিলার উপর। ১১ নবেম্বর ১৮৭৮ তারিখে একখানি পত্র সহ এক খণ্ড 'কবি-কাহিনী' তরখড়ের নিকট প্রেরিত হয়। পত্রপ্রেরক—সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেই পত্রের উত্তরে পরবর্ত্তী ২৬ নবেম্বর তারিখে এই মহিলা যাহা লেখেন, তাহা উদ্ধৃত কারতেছি :—

I have to apologise to you for having kept your kind letter of the 11th inst., with the copy of "কবি-কাহিনী" unacknowledged so long ;...

Thank you very much indeed for sending me this entire publication of "কবিকাহিনী", though I have the poem myself in the numbers of "ভারতী", in which it was first published, and which Mr. Tagore was good enough to give me *before going away* : and have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart. ('শনিবারের চিঠি', পৌষ ১৩৪৬, পৃ. ৪৪৫)

অ্যানা তরখড় লিখিতেছেন, যে-যে সংখ্যা 'ভারতী'তে 'কবি-কাহিনী' প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সেই সংখ্যাগুলি বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে 'কবি-কাহিনী' পুস্তক রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়া থাকিলে তিনি নিজেই অ্যানাকে এক খণ্ড উপহার দিতেন ;—অপরে উহা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে যাইবেন কেন? তবে বিলাতযাত্রার পূর্ব্বেই

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

ইং ১৮৭৮

১। কবি-কাহিনী। (কাব্য) সংবৎ ১৯৩৫। পৃ. ৫৩। [৫ নবেম্বর ১৮৭৮]

ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত কবির প্রথম পুস্তক। এই কাব্য প্রথমে ১ম বর্ষের 'ভারতী'র পৌষ-চৈত্র ১২৮৪ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সময় কবির বয়স ১৬ বৎসর।

এই পুস্তক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

"এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু [প্রবোধচন্দ্র ঘোষ] এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।"—

এই ঘটনার উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ একটু ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে 'কবি-কাহিনী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বোম্বাই পৌঁছায় নাই। আমার উক্তির সপক্ষে দুইটি প্রমাণ আছে :—

(ক) 'ক্যালকাটা গেজেটে'র পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত, বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকের হিসাবে দেখা যায়—

বইখানির সমস্ত ছাপা ফাইল রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়াছিল, এমনও হইতে পারে।

ইং ১৮৮০

২। বন-ফুল। (কাব্যোপন্যাস) ১২৮৬ সাল। পৃ. ৯৩। [৯ মার্চ ১৮৮০]

'কবি-কাহিনী'র পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও, 'বন-ফুল' দুই বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে (১২৮২-৮৩ সাল) 'বন-ফুলে'র অষ্টম অর্থাৎ শেষ সর্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়।

ইং ১৮৮১

৩। বাল্মীকি প্রতিভা। (গীতি-নাট্য) ফাল্গুন ১৮০২ শক। পৃ. ১৩।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—"...বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুই একস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।" (পৃ. ১৪১)

এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণে (ফাল্গুন ১২৯২) "অনেকগুলি গান পরিবর্ত্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কাল মৃগয়া' গীতি-নাট্য হইতে গৃহীত"।

৪। ভগ্নহৃদয়। (গীতি-কাব্য) শকাব্দা ১৮০৩। পৃ. ১৯৬। [২৩ জুন ১৮৮১]

১২৮৭ সালের কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতী'তে 'ভগ্নহৃদয়ে'র প্রথম ৬ সর্গ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৫। রুদ্রচণ্ড। (নাটিকা) শকাব্দা ১৮০৩। পৃ. ৫৩। [২৫ জুন ১৮৮১]

ইহাই কবির প্রথম নাটক (গীতিনাট্য নহে)।

৬। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। শকাব্দা ১৮০৩। পৃ ২৭৭। [২৫ অক্টোবর ১৮৮১]

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই পত্রগুলি ১২৮৬-৮৭ সালের 'ভারতী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র প্রথম সংস্করণ ছাড়া আর কোন সংস্করণ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা হিতবাদী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে, পরিবর্তিত আকারে, 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' পুস্তকের গোড়ায় মুদ্রিত হইয়াছে।

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য-পুস্তক। রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁহার প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ ১২৮৩ সালের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা (পৃ. ৫৩-৫০) 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে প্রকাশিত একটি সমালোচনা—"ভুবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী"।

ইং ১৮৮২

৭। সন্ধ্যা সঙ্গীত। (কবিতা) ১২৮৮ সাল। পৃ. ৫ উপহার + ১৩২ + ৩ উপহার। [৫ জুলাই ১৮৮২]

এই পুস্তকের প্রকাশকাল "১২৮৮", কিন্তু 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র একটি কবিতা ("আমি হারা") ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকের তালিকায় 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র প্রকাশকাল ৫ জুলাই ১৮৮২, অর্থাৎ ২২ আষাঢ় ১২৮৯।

ইহাতে "উপহার" দুইটি বাদে মোট ২৩টি কবিতা আছে। তন্মধ্যে ১২টি কবিতা ১২৮৭-৮৯ সালের 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল; "দুদিন" কবিতাটিতে লেখকের নাম ছিল—শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য্য।

৮। কাল-মৃগয়া। (গীতিনাট্য) অগ্রহায়ণ ১২৮৯। পৃ. ৩৮।

ইহা বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে অভিনয়ার্থ রচিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ভবনে ইহার অভিনয় হয়—২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ (শনিবার) তারিখে।

'কাল-মৃগয়া'র প্রথম তিনটি দৃশ্যের গানগুলি এবং চতুর্থ দৃশ্যের প্রথম তিনটি গান প্রতিভাসুন্দরী দেবী-কৃত স্বরলিপি সহ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় (শ্রাবণ-কার্ত্তিক, পৌষ-মাঘ ১২৯২) প্রকাশিত হয়।

ইং ১৮৮৩

৯। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। (উপন্যাস) পৌষ ১৮০৪ শক। পৃ. ৵০ উপহার + ৩০৪ + ১ উপসংহার। [১১ জানুয়ারি ১৮৮৩]

ইহা ১২৮৮ সালের কার্ত্তিক হইতে ১২৮৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত 'ভারতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন। আবার, 'প্রায়শ্চিত্ত' পুনর্লিখিত হইয়া 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস হইলেও, তাঁহার লিখিত প্রথম উপন্যাস নহে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস—"করুণা" 'ভারতী'তে (১২৮৪-৮৫ সাল) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; ইহা এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।

১০। প্রভাত সঙ্গীত। (কবিতা) বৈশাখ ১৮০৫ শক। পৃ. ২+ ॥৶০+১২০।

১১। বিবিধ প্রসঙ্গ। (প্রবন্ধ) ভাদ্র ১৮০৫ শক। পৃ. ১৪৯।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শেষ রচনা "সমাপন" ব্যতীত সকল প্রবন্ধই প্রথমে ১২৮৮-৮৯ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৮৪

১২। ছবি ও গান। (কবিতা) ফাল্গুন ১৮০৫ শক। পৃ. ১০৪।

১৩। প্রকৃতির প্রতিশোধ। (নাট্যকাব্য) ১২৯১ সাল। পৃ. ৮১। [২৯ এপ্রিল ১৮৮৪]

১৪। নলিনী। (নাট্য) ১২৯১ সাল। পৃ. ৩৬। [১০ মে ১৮৮৪]

১৫। শৈশব সঙ্গীত। (কবিতা) ১২৯১ সাল। পৃ. ১৪৯। [২৯ মে ১৮৮৪]

ইহার কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের ১৩ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের রচনা। চারিটি নূতন কবিতা ("অতীত ও ভবিষ্যত", "ফুলের ধ্যান", "প্রভাতী", "লাজময়ী") বাদে বাকী কবিতাগুলি ১২৮৪-৮৭ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

১৬। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ১২৯১ সাল। পৃ. ৬০। [১ জুলাই ১৮৮৪]

ইহাতে ২১টি পদাবলী আছে, তন্মধ্যে তেরটি (৮-১১ ও ১৩-২১ সংখ্যক) "ভানুসিংহের কবিতা" ১২৮৪-৮৮ ও ১২৯০ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কড়ি ও কোমল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১ সাল) 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কতকগুলি পদাবলীর পাঠের অদল-বদল এবং ১৫-১৬ সংখ্যক পদাবলী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা (পৃ. ৫৭-৬২) 'নবজীবনে' রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" নামক বেনামী ব্যঙ্গ প্রবন্ধটি পঠিতব্য।

ইং ১৮৮৫

১৭। রামমোহন রায়। (প্রবন্ধ) পৃ. ৩৪। [১৮ মার্চ ১৮৮৫]

"রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় ১২৯১ সালের ৫ মাঘে সিটি কলেজ গৃহে…পঠিত হয়।" ইহা ১২৯১ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতী' (পৃ. ৪৫৮-৭০) ও ১৮০৬ শক চৈত্র সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'চারিত্রপূজা' পুস্তকের প্রথম দুইটি সংস্করণে ইহা স্থান পাইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে বর্জ্জিত হইয়াছে।

১৮। আলোচনা। (প্রবন্ধ) পৃ. ১৩৩। [১৫ এপ্রিল ১৮৮৫]

ইহার প্রথম চারিটি প্রবন্ধ ১২৯০-৯১ সালের 'ভারতী'তে, পঞ্চম প্রবন্ধ "আত্মা" শ্রাবণ ১৮০৬ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এবং ৬ষ্ঠ বা শেষ প্রবন্ধ "বৈষ্ণব কবির গান" ১২৯১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯। রবিচ্ছায়া। (গান) বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ১৭১।

"১২৯১ সনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যত গুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই" এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ইহাই প্রথম সংগ্রহ-পুস্তক। 'রবিচ্ছায়া'র গানগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত :—বিবিধ সঙ্গীত, ব্রহ্ম সঙ্গীত, ও জাতীয় সঙ্গীত।

ইং ১৮৮৬

২০। কড়ি ও কোমল। (কবিতা) ১২৯৩ সাল। পৃ. ১+২৬৩। [১৭ নবেম্বর ১৮৮৬]

ইহা আশুতোষ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১ সাল) এই পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে—'কড়ি ও কোমল। ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলী সম্বলিত'। ইহার বিজ্ঞাপনে কবি লিখিয়াছেন :—

"ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।"

ইং ১৮৮৭

২১। রাজর্ষি। (উপন্যাস) ১২৯৩ সাল। পৃ. ২৪২। [১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭]

এই পুস্তকের ২৩৭-৪২ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্টে "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যস্ত চরিতম্" মুদ্রিত হইয়াছে।

'রাজর্ষি' পুস্তকাকারে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহার কেবলমাত্র ২৬ অধ্যায় ১২৯২ সালের আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা 'বালকে' প্রকাশিত হয়।

'রাজর্ষি'র প্রথমাংশ লইয়া পরে 'বিসর্জন' নাটক লিখিত হইয়াছিল।

২২। চিঠিপত্র। ইং ১৮৮৭। পৃ. ৬৯। [২ জুলাই ১৮৮৭]

১২৯২ সালের 'বালকে' ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। গদ্যগ্রন্থাবলীর "সমাজ" খণ্ডে (১৩শ ভাগ, ইং ১৯০৮) 'চিঠিপত্র' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ইং ১৮৮৮

২৩। সমালোচনা। (প্রবন্ধ) ১২৯৪ সাল। পৃ. ১৬৭। [২৬ মার্চ ১৮৮৮]

"সত্যের অংশ" ছাড়া ইহার সকল প্রবন্ধ ১২৮৭-৯১ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

২৪। মায়ার খেলা। (গীতিনাট্য) অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক। পৃ. ।৴০ বিজ্ঞাপন ও নাটকের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা + ৬৪। [২২ ডিসেম্বর ১৮৮৮]

ইহার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—"সখিসমিতির মহিলা-শিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।...আমার পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার ['নলিনী'] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"

'সাধনা'র প্রথম বর্ষের (১২৯৮-৯৯ সাল) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে 'মায়ার খেলা'র গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। এই স্বরলিপি শ্রীইন্দিরা দেবী-কৃত। পরবর্ত্তী কালে 'মায়ার খেলা—স্বরলিপি' পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

ইং ১৮৮৯

২৫। রাজা ও রাণী। (নাটক) ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬। পৃ. ১৪৯।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "রাজা ও রাণী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার নাটক লেখার প্রথম চেষ্টা।"

'রাজা ও রাণী'র গল্পাংশ পুনর্লিখিত হইয়া ১৩৩৬ সালে 'তপতী' নামে প্রকাশিত হয়।

প্রথম বর্ষের ২য় ভাগ (আষাঢ় ১২৯৯) 'সাধনা'য় 'রাজা ও রাণী'র "সখি, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে" গানটির শ্রীইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।

ইং ১৮৯০

২৬। বিসর্জন। (নাটক) ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। পৃ. ৬ উৎসর্গ + ২ + ১৫৪।

ইহা "রাজর্ষি [নং ২১] উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত।"

২৭। মন্ত্রি অভিষেক। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। পৃ. ২৪।

"এমারল্‌ড্‌ নাট্যশালায় লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাট সভা আহূত হয় এই প্রবন্ধ সেই সভাস্থলে" লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

'মন্ত্রি অভিষেক' ১২৯৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী ও বালক' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৮। মানসী। (কবিতা) ১০ পৌষ ১২৯৭। পৃ. ২২৪।

ইং ১৮৯১

২৯। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি। (ভূমিকা) ১ম খণ্ড। ১৬ বৈশাখ ১২৯৮। পৃ. ৭৮।

ইহা কবির ইংলণ্ড যাত্রার ডায়ারির ভূমিকা—ইহাতে ভ্রমণবৃত্তান্ত নাই। এই খণ্ডের প্রথমাংশ 'স্বদেশ' পুস্তকে "নূতন ও পুরাতন" নামে ও দ্বিতীয়াংশ 'সমাজ' পুস্তকে "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" নামে প্রবন্ধাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে।

ইং ১৮৯২

৩০। চিত্রাঙ্গদা। (কাব্য) ২৮ ভাদ্র ১২৯৯। পৃ. ৪১।

ইহা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

ইহার দুই বৎসর পরে 'চিত্রাঙ্গদা'র আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে ১৩০০ সালের 'সাধনা'য় (পৃ. ২৪৩-৫৮) মুদ্রিত 'বিদায় অভিশাপ'ও সংযোজিত হইয়াছিল; এই কারণে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে—'চিত্রাঙ্গদা। ও বিদায় অভিশাপ'।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপ' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

৩১। গোড়ায় গলদ্। (প্রহসন) ৩১ ভাদ্র ১২৯৯। পৃ. ১৩৬।

এই প্রহসনখানি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলী—৯ 'প্রহসনে' পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহা পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয়যোগ্য আকারে 'শেষরক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৮৯৩

৩২। গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা। ৮ বৈশাখ ১৮১৫ শক। পৃ. ৪০৭।

এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—"রবিচ্ছায়া··· গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যে অনেকগুলি গান নূতন রচিত হইয়াছে। এই কারণে নূতন পুরাতন সমস্ত গান লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।"

ইহার সহিত "বাল্মীকি-প্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল।" [নং ৩ ও ৮ দ্রষ্টব্য]

'গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা তিনটি ভাগে বিভক্ত :—গানের বহি, বাল্মীকি-প্রতিভা ও ব্রহ্মসঙ্গীত। মোট গানের সংখ্যা ৩৫২।

৩৩। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, ২য় খণ্ড। ৮ আশ্বিন ১৩০০। পৃ. ৯৭।

প্রথম বর্ষের 'সাধনা'র (১২৯৮-৯৯ সাল) ১ম ও ২য় খণ্ডে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি', ২য় খণ্ড ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডটি ভ্রমণের ডায়ারি। ইহা পরে আর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তবে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' পুস্তকে "য়ুরোপ-যাত্রী" নামে, এবং 'পাশ্চাত্য ভ্রমণে' "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে"র (নং ৬) সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৯৪

৩৪। সোনার তরী। (কবিতা) ১৩০০ সাল। পৃ. ২০৯। [২ জানুয়ারি ১৮৯৪]

৩৫। ছোট গল্প। ১২ ফাল্গুন ১৩০০। পৃ. ১৮৯।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহ-পুস্তক। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, সাময়িক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোট গল্প—"ভিখারিণী",; ইহা ১২৮৪ সালের 'ভারতী'র শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি কোন পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন:—"সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।" প্রকৃতপক্ষে হিতবাদীর জন্মের পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে "ভিখারিণী" গল্প লিখিয়াছিলেন।

৩৬। বিচিত্র গল্প, ১ম ভাগ (পৃ. ১১১), দ্বিতীয় ভাগ (পৃ. ১১১)। ১৩০১ সাল। [৫ অক্টোবর ১৮৯৪]

ইহাতে যথাক্রমে সাতটি ও আটটি গল্প আছে। সব কয়টিই প্রথমে ১২৯৮-১৩০১ সালের 'সাধনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩৭। কথা-চতুষ্টয়। ১৩০১ সাল। পৃ. ১৩০। [৫ অক্টোবর ১৮৯৪]

ইহাতে প্রকাশিত গল্প চারিটি প্রথমে ১৩০০-১৩০১ সালের 'সাধনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৯৫

৩৮। গল্প-দশক। ১৩০২ সাল। পৃ. ২২০। [৩০ আগস্ট ১৮৯৫]

ইহার "উৎসর্গে" ১৫ ভাদ্র ১৩০২—এই তারিখ দেওয়া আছে। ইহাতে প্রকাশিত গল্প দশটি চতুর্থ বর্ষের 'সাধনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৯৬

৩৯। নদী। (কবিতা) ২২ মাঘ ১৩০২। পৃ. ৩৪।

"এই কাব্যগ্রন্থখানি বালকবালিকাদের পাঠের জন্ম রচিত"। ইহা পরে মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থে' মুদ্রিত 'শিশু'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

'নদী' "বাল্যগ্রন্থাবলী"র অন্তর্ভুক্ত ২ নং পুস্তক। এই গ্রন্থাবলার ১ম সংখ্যক পুস্তক অবনীন্দ্রনাথ-লিখিত ও চিত্রিত 'শকুন্তলা' (শ্রাবণ ১৩০২)।

৪০। চিত্রা। (কবিতা) ফাল্গুন ১৩০২। পৃ. ১৫১।

৪১। কাব্য গ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত। ১৫ আশ্বিন ১৩০৩। পৃ. ৪৭৬।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম কাব্যসংগ্রহ। এই সংস্করণ তিন প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র সূচীপত্র সংক্ষেপে এইরূপ:—কৈশোরক; ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী; বাল্মীকি-প্রতিভা; সন্ধ্যা সঙ্গীত; প্রভাত-সঙ্গীত; ছবি ও গান; প্রকৃতির প্রতিশোধ; কড়ি ও কোমল; মায়ার খেলা; মানসী; রাজা ও রাণী; বিসর্জন; চিত্রাঙ্গদা; সোনার তরী; বিদায়-অভিশাপ; চিত্রা; মালিনী; চৈতালি; গান; অনুবাদ।

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র "কৈশোরক" অংশে যে-সকল কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কবির ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। এগুলি 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' এবং 'শৈশব সঙ্গীত' হইতে চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্থলবিশেষ কবি কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত 'মালিনী' (পৃ. ৩৯১-৪০৬) ও 'চৈতালি' (পৃ. ৪০৭-২৮) ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই—'কাব্য গ্রন্থাবলী'তেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'মালিনী' ও 'চৈতালি' পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৯৭

৪২। বৈকুণ্ঠের খাতা। (প্রহসন) চৈত্র ১৩০৩। পৃ. ৫৫।

ইহা গদ্যগ্রন্থাবলী—৯ 'প্রহসনে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৪৩। পঞ্চভূত। (প্রবন্ধ) ১৩০৪ সাল। পৃ. ১৯৫। [১২ মে ১৮৯৭]

ইহা স্থলবিশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া ১ম ভাগ গদ্যগ্রন্থাবলী—'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। 'পঞ্চভূত' পরে পুনরায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইং ১৮৯৯

৪৪। কণিকা। (কবিতা) ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬। পৃ. ৪৫।

ইং ১৯০০

৪৫। কথা। (কবিতা) ১ মাঘ ১৩০৬। পৃ. ১১০।

৪৬। ব্রহ্মোপনিষদ। ৭ মাঘ ১৩০৬। পৃ. ২৪।

এই পুস্তিকাটি পরে 'উপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

৪৭। কাহিনী। (নাট্য-কাব্য ও কবিতা) ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬। পৃ. ১৬৪।

৪৮। কল্পনা। (কবিতা) ২৩ বৈশাখ ১৩০৭। পৃ. ১১৪।

৪৯। ক্ষণিকা। (কবিতা) পৃ. ২২৫। [২৬ জুলাই ১৯০০]

৫০। গল্পগুচ্ছ, ১ম খণ্ড। ১ আশ্বিন ১৩০৭। পৃ. ৪৪৮।

এই 'গল্পগুচ্ছ' মজুমদার এজেন্সী হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। এই দুই খণ্ডের মোট গল্প-সংখ্যা ৫৩।

'গল্পগুচ্ছ' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'নবজীবন', 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'হিতবাদী'তে যে-সকল ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই 'ছোট গল্প', 'বিচিত্র গল্প', 'কথা-চতুষ্টয়' ও 'গল্প-দশকে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আলোচ্য 'গল্পগুচ্ছে'র দুইটি খণ্ডে 'কথা-চতুষ্টয়' ও 'গল্প-দশকে'র সমস্ত গল্পই স্থান পাইয়াছে। কেবল 'ছোট গল্পে'র চারিটি গল্প—"রাজপথের কথা", "গিন্নি", "ঘাটের কথা" ও "রীতিমত নভেল"—এবং 'বিচিত্র গল্পে'র "অসম্ভব কথা" ও "একটি পুরাতন গল্প" 'গল্পগুচ্ছে' যেমন বাদ পড়িয়াছে, তেমনই আবার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কয়েকটি গল্পও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে; সেগুলি :—উদ্ধার, সদর ও অন্দর, দুর্ব্বুদ্ধি, ফেল্, শুভ দৃষ্টি, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, দুরাশা, ডিটেক্টিভ্, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণি-হারা, দৃষ্টি-দান।

১৯০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সমষ্টি পাঁচ ভাগে 'গল্পগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত হয়; ইহার মোট গল্প-সংখ্যা ৫৭। 'গল্পগুচ্ছে'র বিশ্বভারতী সংস্করণ তিন খণ্ডে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়।

ইং ১৯০১

৫১। ব্রহ্ম মন্ত্র। ৮ মাঘ ১৩০৭। পৃ. ২৩।

এই পুস্তিকাখানির সহিত পরে প্রকাশিত 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তকের বহু স্থলে মিল আছে।

৫২। গল্প। ১৩০৭ সাল। পৃ. ৪৪৯-৯২৯। [৪ মার্চ ১৯০১]

ইহাই 'গল্পগুচ্ছে'র দ্বিতীয় খণ্ড।

৫৩। নৈবেদ্য। (কবিতা) আষাঢ় ১৩০৮। পৃ. ২০০।

৫৪। ঔপনিষদ ব্রহ্ম। শ্রাবণ ১৩০৮। পৃ. ৪২।

৫৫। বাঙ্‌লা ক্রিয়া-পদের তালিকা। ১৩০৮ সাল। পৃ. ২৪+২।

এই পুস্তিকাখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রচারিত হয়।

ইং ১৯০৩

৫৬। চোখের বালি। (উপন্যাস) ১৩০৯ সাল। পৃ. ৩৩৮। [৫ এপ্রিল ১৯০৩]

ইহা প্রথমে ১৩০৮-৯ সালের নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

৫৭। কাব্য-গ্রন্থ। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত। ১-৯ ভাগ। ইং ১৯০৩-৪।

এই সংস্করণে কবিতাগুলি নূতন প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন :—

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।...রবীন্দ্রবাবুর সমুদয় কবিতাগুলি একত্রে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার পাঠকগণের স্বাভাবিক এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই সংস্করণে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কতকগুলি কবিতা বাদ গিয়াছে এবং যেগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্য্যে মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী সেগুলিকে রক্ষা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।...

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা বুঝিতে গেলে কোন কোন পাঠকের পক্ষে কোনও অন্তরায় থাকা সম্ভব, কিন্তু আশা করি তাহা অচিরে দূর হইবে।

বর্ত্তমান সংস্করণ তাঁহাদিগকে দুই একটি বিষয়ে সাহায্য করিলেও করিতে পারে।…বিষয়গুণে যে সকল কবিতা পরস্পর সদৃশ সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একত্র করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার্থ এখানে শ্রেণী কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

১ম ভাগ (ক)। যাত্রা, হৃদয়-অরণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব।
১ম ভাগ (খ)। সোনার তরী, লোকালয়।
২য় ভাগ (ক)। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক।
২য় ভাগ (খ)। যৌবনস্বপ্ন, প্রেম।
৩য় ভাগ। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য।
৪র্থ ভাগ। সংকল্প, স্বদেশ।
৫ম ভাগ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা।
৬ষ্ঠ ভাগ। মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ।
৭ম ভাগ। শিশু।
৮ম ভাগ। গান।
৯ম ভাগ (ক)। নাট্য—সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।
৯ম ভাগ (খ)। নাট্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জ্জন, মালিনী।
৯ম ভাগ (গ)। নাট্য—রাজা ও রাণী।"

এই শ্রেণীগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম পূর্ব্বপ্রকাশিত গান ও কবিতা গ্রন্থের অনুরূপ, যথা—সোনার তরী, কল্পনা, কাহিনী, কথা, কণিকা, নৈবেদ্য, গান। ইহাদের মধ্যে "কথা" ও "কণিকা" প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বপ্রকাশিত ঐ দুই নামের গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, "গানে" 'মায়ার খেলা' বাদ পড়িয়াছে, কিন্তু নূতন কয়েকটি গান সংযোজিত হইয়াছে, "নৈবেদ্যে" ঐ নামের গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা বাদ গিয়া অন্য শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে।

"সোনার তরী", "কল্পনা" ও "কাহিনী" এই তিনটি শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা উক্ত নামের পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থে থাকিলেও ইহাদের সহিত উক্ত গ্রন্থগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। নাট্যাংশে পূর্ব্বপ্রকাশিত 'কাহিনী' পুস্তকের নাট্যগুলি এবং অন্যান্য নাটক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এই কাব্য-গ্রন্থের ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত "সংকল্প" ও "স্বদেশ" (পরে 'স্বদেশ' নামে কিছু নূতন কবিতা ও গান সহিত), ৫ম ভাগে মুদ্রিত "কাহিনী" ও "কথা" (পরে 'কথা ও কাহিনী' নামে), ৬ষ্ঠ ভাগে মুদ্রিত "স্মরণ" ও ৭ম ভাগে মুদ্রিত "শিশু" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫৮। কর্ম্মফল। (গল্প) ১৩১০। পৃ. ৯২। [২২ ডিসেম্বর ১৯০৩]

ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে কুন্তলীন আফিস হইতে এইচ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৯০৪

৫৯। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী। হিতবাদীর উপহার। ১৩১১ সাল। পৃ. ১২৯০। [২৯ আগস্ট ১৯০৪]

ইহার বিষয়-স্থচী এইরূপ :—সংসারচিত্র, সমাজচিত্র, রঙ্গচিত্র, বিচিত্র চিত্র ; উপন্যাস :—বৌ ঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, নষ্ট নীড় ; নাটক :— রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন, গোড়ায় গলদ, চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, বৈকুণ্ঠের খাতা, মায়ার খেলা ; গান :—গানের বহি ; সমালোচনা ; আলোচনা ; য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।

"সংসারচিত্র", "সমাজচিত্র", "রঙ্গচিত্র" ও "বিচিত্র চিত্র"—এই চারিটি বিভাগে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি, এবং "রঙ্গচিত্র" বিভাগে ছোট গল্পের সহিত 'চিরকুমার সভা' স্থান পাইয়াছে। "চিরকুমার সভা" প্রথমে 'ভারতী' পত্রে ১৩০৭ (বৈশাখ-কার্ত্তিক, পৌষ-চৈত্র) ও ১৩০৮ সালে

(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর এই গ্রন্থাবলীতে (পরে 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' ও 'চিরকুমার সভা' নামে পুস্তকাকারে) সন্নিবিষ্ট হয়।

এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত "নষ্ট নীড়" প্রথমে ১৩০৮ সালের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, পরে এই গ্রন্থাবলীর "উপন্যাস" বিভাগে স্থান পাইয়াছে। ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তবে বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'গল্পগুচ্ছে'র ২য় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পুস্তকগুলি পূর্ব্বপ্রকাশিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ।

ইং ১৯০৫

৬০। আত্মশক্তি। (প্রবন্ধ) ১৩১২ সাল। পৃ. ১৭৪।

ইহা ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে প্রথমে প্রকাশিত হয়।—'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩১২, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৬১। বাউল। (গান) পৃ. ৩২। [৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]

৬২। স্বদেশ। (কবিতা) ১৩১২ সাল। পৃ. ১৪৫। [২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]

পুস্তকখানি সংকল্প ও স্বদেশ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই অংশ মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থ' হইতে গৃহীত। "স্বদেশ" বিভাগে নূতন করিয়া রবীন্দ্রনাথের "শিবাজী উৎসব" কবিতা, 'বাউলে'র গানগুলি ও আরও কয়েকটি স্বদেশী গান যোগ করা হইয়াছে। "শিবাজী উৎসব" কবিতাটি প্রথমে ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে শিবাজী উৎসব

উপলক্ষে সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'শিবাজীর দীক্ষা' পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯০৬

৬৩। ভারতবর্ষ। (প্রবন্ধ) ১৩১২ সাল। পৃ. ১৫৪। [১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]

৬৪। খেয়া। (কবিতা) ১৮ আষাঢ় ১৩১৩। পৃ. ১৭৪।

৬৫। নৌকাডুবি। (উপন্যাস) ১৩১৩ সাল। পৃ. ৪০২। [২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬]

ইহা ১৩১০ বৈশাখ—১৩১২ আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

'নৌকাডুবি' প্রথমে ১৩১৩ সালের (ইং ১৯০৬) শ্রাবণ মাসে মজুমদার লাইব্রেরি কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, মনে হইতেছে। ১৩১৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মজুমদার লাইব্রেরির বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"নূতন পুস্তক।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৌকাডুবি বাঁধাই (উপন্যাস) মায় ডাক মাশুল ২৷৹।" কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে জানা যাইতেছে, ঐ বৎসরের ২ সেপ্টেম্বর বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'নৌকাডুবি' প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ একই বৎসরে দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৯০৭

এই বৎসর হইতে রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের বহু গদ্য রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীভুক্ত পুস্তকগুলি সংক্ষেপে "গ-গ্র"রূপে নির্দ্দেশিত হইল।

৬৬। বিচিত্র প্রবন্ধ। (গ-গ্র—১) বৈশাখ ১৩১৪। পৃ. ৩২০।

স্থচী :—লাইব্রেরি (বালক ১২৯২), মা ভৈঃ (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), পাগল (বঙ্গদর্শন ১৩১১), রঙ্গমঞ্চ (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), কেকাধ্বনি (বঙ্গদর্শন ১৩০৮), বাজে কথা (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), পনেরো-আনা (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), নববর্ষা (বঙ্গদর্শন ১৩০৮), পরনিন্দা (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), বসন্তযাপন (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), অসম্ভব কথা (সাধনা ১৩০০), রুদ্ধ গৃহ (বালক ১২৯২), রাজপথ (নবজীবন ১২৯১), মন্দির (বঙ্গদর্শন), ছোটনাগপুর (বালক ১২৯২), সরোজিনী প্রয়াণ (ভারতী ১২৯১), য়ুরোপ-যাত্রী (সাধনা)। পঞ্চভূত (সাধনা)—পরিচয়, সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ, নরনারী, পল্লিগ্রামে, মনুষ্য, মন, অখণ্ডতা, গদ্য ও পদ্য, কাব্যের তাৎপর্য্য, প্রাঞ্জলতা, কৌতুকহাস্য, কৌতুকহাস্যের মাত্রা, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ, ভদ্রতার আদর্শ, অপূর্ব্ব রামায়ণ, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল—১২৯৯-১৩০৩। জলপথে, ঘাটে, স্থলে। বন্ধুস্মৃতি—সতীশচন্দ্র রায় (১৩১১), মোহিতচন্দ্র সেন (১৩১৩)।

৬৭। চারিত্রপূজা। (প্রবন্ধ) পৃ. ১০৪। [২৮ মে ১৯০৭]

৬৮। প্রাচীন সাহিত্য। (গ-গ্র—২) পৃ. ৮৭। [১৩ জুলাই ১৯০৭]

স্থচী :—রামায়ণ (৫ পৌষ ১৩১০), মেঘদূত (১২৯৮), কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, শকুন্তলা, কাদম্বরীচিত্র (১৩০৬), কাব্যের উপেক্ষিতা, ধম্মপদং।

৬৯। লোকসাহিত্য। (গ-গ্র—৩) পৃ. ৮৭। [২৬ জুলাই ১৯০৭]

স্থচী :—ছেলেভুলানো ছড়া (১৩০১), কবি সঙ্গীত (১৩০২), গ্রাম্যসাহিত্য (১৩০৫)।

"ছেলেভুলানো ছড়া" প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের আশ্বিন-কার্তিক (পৃ. ৪২৩-৭৪) সংখ্যা 'সাধনা'য় প্রকাশিত "মেয়েলি ছড়া" প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। ইহা ১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ. ১৮৯-৯২) প্রকাশিত "ছেলেভুলানো ছড়া" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শেষোক্ত প্রবন্ধটি বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'লোকসাহিত্য' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৭০। সাহিত্য। (গ-গ্র—৪) পৃ. ১৬৩। [১১ অক্টোবর ১৯০৭]

সূচী :—সাহিত্যের তাৎপর্য্য (১৩১০), সাহিত্যের সামগ্রী (১৩১০), সাহিত্যের বিচারক, সৌন্দর্য্যবোধ (১৩১৩), বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি (১৩১৪), বাংলা জাতীয় সাহিত্য (১৩০১), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৩০৫), কবি-জীবনী (১৩০৮)।

৭১। আধুনিক সাহিত্য। (গ-গ্র—৫) পৃ. ১৬০। [১০ অক্টোবর ১৯০৭]

সূচী :—বঙ্কিমচন্দ্র (১৩০০), বিহারীলাল (১৩০১), সঞ্জীবচন্দ্র (১৩০১), বিদ্যাপতির রাধিকা (১২৯৮), কৃষ্ণচরিত্র (১৩০১), রাজসিংহ (১৩০০), ফুলজানি (১৩০১), যুগান্তর (১৩০৫), আর্য্যগাথা (১৩০১), "আষাঢ়ে" (১৩০৫), মন্দ্র (১৩০৯), শুভবিবাহ (১৩১৩), মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস (১৩০৫), সাকার ও নিরাকার, জুবেয়ার (১৩০৮), ডি প্রোফণ্ডিস্।

৭২। হাস্য-কৌতুক। (গ-গ্র—৬) পৃ. ৮৫। [১০ ডিসেম্বর ১৯০৭]

সূচী :—ছাত্রের পরীক্ষা (১২৯২), পেটে ও পিঠে (১২৯২), অভ্যর্থনা (১২৯২), রোগের চিকিৎসা (১২৯২), চিন্তাশীল (১২৯২),

ভাব ও অভাব (১২৯২), রোগীর বন্ধু (১২৯২), খ্যাতির বিড়ম্বনা (১২৯২), আর্য্য ও অনার্য্য (১২৯২), একান্নবর্ত্তী (১২৯৪), সূক্ষ্ম বিচার (১২৯৩), আশ্রম পীড়া (১২৯৩), গুরুবাক্য (১২৯৩)।

"এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড্ Charade নামক একপ্রকার নাট্যখেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।"

৭৩। ব্যঙ্গকৌতুক। (গ-গ্র—৭) পৃ. ৯৯। [২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭]

ইহা ১২৯২ হইতে ১৩০৮ সালের মধ্যে রচিত কয়েকটি ব্যঙ্গকৌতুক-পূর্ণ প্রবন্ধ ও নাট্যের সংগ্রহ।

সূচী :—রসিকতার ফলাফল (১২৯২), ডেঞ্চো পিঁপড়ের মন্তব্য (বালক ১২৯২), প্রত্নতত্ত্ব (১২৯৮), লেখার নমুনা, সারবান সাহিত্য (১২৯৮), মীমাংসা (১২৯৮), পয়সার লাঞ্ছনা (১৩০০), কথামালার নূতন-প্রকাশিত গল্প (১২৯৮), প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ, বিনিপয়সায় ভোজ, নূতন অবতার, অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি, স্বর্গীয় প্রহসন, বশীকরণ।

ইং ১৯০৮

৭৪। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। (গ-গ্র—৮) পৃ. ১৮৯। [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]

সূচী :—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (১৩০৭)। নং ৫৯ দ্রষ্টব্য।

৭৫। সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী। ১৩১৪ সাল। পৃ. ৫০। [১১ এপ্রিল ১৯০৮]

নং ৭৮ দ্রষ্টব্য।

৭৬। প্রহসন। (গ-গ্র—৯) পৃ. ৯৯+৪১। [১৬ এপ্রিল ১৯০৮]

সূচী :—গোড়ায় গলদ্‌, বৈকুণ্ঠের খাতা। নং ৩১ ও ৪২ দ্রষ্টব্য।

৭৭। রাজা প্রজা। (গ-গ্র—১০) পৃ. ১৬২। [৩০ জুন ১৯০৮]

সূচী :—ইংরাজ ও ভারতবাসী (১৩০০), রাজনীতির দ্বিধা (১৩০০), অপমানের প্রতিকার (১৩০১), সুবিচারের অধিকার (১৩০১), কণ্ঠরোধ (১৩০৫), অত্যুক্তি, ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌ (১৩১২), রাজভক্তি (১৩১২), বহুরাজকতা (১৩১২), পথ ও পাথেয়, সমস্যা।

৭৮। সমূহ। (গ-গ্র—১১) পৃ. ১২১। [২৫ জুলাই ১৯০৮]

সূচী :—স্বদেশী সমাজ (১৩১১), "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট (১৩১১), দেশনায়ক, সফলতার সদুপায় (১৩১১), পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে অভিভাষণ (১৩১৪), সদুপায় (১৩১৫)।

৭৯। স্বদেশ। (গ-গ্র—১২) পৃ. ১১৯। [১২ আগস্ট ১৯০৮]

সূচী :—নূতন ও পুরাতন (১২৯৮), নববর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩০৯), দেশীয় রাজ্য (১৩১২), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (১৩০৮), ব্রাহ্মণ (১৩০৮), সমাজভেদ (১৩০৮), ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত (১৩১০)।

৮০। সমাজ। (গ-গ্র—১৩) পৃ. ১৫৮। [৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

সূচী :—আচারের অত্যাচার (১২৯৯), সমুদ্রযাত্রা (১২৯৯), বিলাসের ফাঁস (১৩১২), নকলের নাকাল (১৩০৮), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১২৯৮), অযোগ্য ভক্তি (১৩০৫), চিঠিপত্র (১২৯২), পূর্ব্ব ও পশ্চিম (১৩১৫)।

৮১। কথা ও কাহিনী (কবিতা) পৃ. ২+১২২+২+৩৫।
[১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

ইহা মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থে'র (নং ৫৭) "কাহিনী" ও "কথা" অংশের পুনর্মুদ্রণ।

৮২। গান। যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রকাশিত। পৃ. ১৬+৪০০। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

ইহার বিষয়ানুযায়ী সূচী :—বিবিধ সঙ্গীত, মায়ার খেলা, বাল্মীকি প্রতিভা, জাতীয় সঙ্গীত, বাউল, ব্রহ্মসঙ্গীত।

৮৩। শারদোৎসব। (নাটক) পৃ. ১৬৭। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

৮৪। শিক্ষা। (গ-গ্র—১৪) পৃ. ১৪২। [১৭ নবেম্বর ১৯০৮]

সূচী :—শিক্ষার হের-ফের (১২৯৯), ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (১৩১২), শিক্ষা-সংস্কার (১৩১৩), শিক্ষাসমস্যা (১৩১৩), জাতীয় বিদ্যালয় (১৩১৩), আবরণ (১৩১৩), সাহিত্যসম্মিলন (১৩১৩)।

৮৫। মুকুট। (নাটিকা) পৃ. ৬০। [৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮]

"বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে 'বালক' পত্রে [১২৯২ সালে] প্রকাশিত "মুকুট" নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত।"

ইং ১৯০৯

৮৬। শব্দতত্ত্ব। (গ-গ্র—১৫) পৃ. ১২০। [২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯]

সূচী :—বাংলা উচ্চারণ (১২৯৮), টা টো টে (১২৯৯), স্বরবর্ণ 'অ' (১২৯৯), স্বরবর্ণ 'এ' (১২৯৯), ধ্বন্যাত্মক শব্দ (১৩০০), বাংলা শব্দদ্বৈত (১৩০৭), বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত (১৩০৮), সম্বন্ধে কার

(১৩০৫), বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ (১৩০৫), বাংলা বহুবচন (১৩০৫), ভাষার ইঙ্গিত।

৮৭। ধর্ম্ম। (গ-গ্র—১৬) পৃ. ১৯৪। [২৫ জানুয়ারি ১৯০৯]

সূচী :—উৎসব (১৩১২), দিন ও রাত্রি (১৩১২), মনুষ্যত্ব (১৩১২), ধর্ম্মের সরল আদর্শ (১৩০৯), প্রাচীন ভারতের "একঃ" (১৩০৮), প্রার্থনা (১৩১১), ধর্ম্মপ্রচার (১৩১০), বর্ষশেষ, নববর্ষ, উৎসবের দিন (১৩১১), দুঃখ (১৩১৪), শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌ (১৩১৩), স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম (১৩১৩), ততঃ কিম্‌ (১৩১৩), আনন্দরূপ (১৩১৩)।

৮৮। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

১ম ভাগ।	পৃ. ৮৯।	[২৪ জানুয়ারি	১৯০৯]
২য় ভাগ।	পৃ. ৯০।	[২৪ ফেব্রুয়ারি	১৯০৯]
৩য় ভাগ।	পৃ. ৮২।	[৫ মার্চ	১৯০৯]
৪র্থ ভাগ।	পৃ. ৮৫।	[১২ মার্চ	১৯০৯]
৫ম ভাগ।	পৃ. ৭৫।	[১৫ এপ্রিল	১৯০৯]
৬ষ্ঠ ভাগ।	পৃ. ৯৮।	[১৫ এপ্রিল	১৯০৯]
৭ম ভাগ।	পৃ. ৯৮।	[২ জুন	১৯০৯]
৮ম ভাগ।	পৃ. ১৪১।	[১৫ জুন	১৯০৯]

৮৯। প্রায়শ্চিত্ত। (ঐতিহাসিক নাটক) পৃ. ১১৬।

ইহাতে গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ—"৩১ শে বৈশাখ সন ১৩১৬ সাল" দেওয়া আছে।

" 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যাকৃত হইল।"

৯০। চয়নিকা। (কবিতা) ইং ১৯০৯। পৃ. ৪৫৯।

১৩১৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সমালোচিত।

'চয়নিকা'র প্রথম সংস্করণ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৪ সালে, এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পুনর্মুদ্রণ যথাক্রমে ১৩২৬, ফাল্গুন ১৩৩০ ও বৈশাখ ১৩৩১ সালে বাহির হয়, প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে।

১৩৩২ সালের ফাল্গুন মাসে 'চয়নিকা'র তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "পাঠ পরিচয়ে" শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন :—

"কিছুদিন আগে, রবীন্দ্রনাথের ২০০টি ভালো কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোট সংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জন-প্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সংস্করণ চয়নিকা মোটামুটি এই লোক-প্রিয়তা অনুসারে সংকলন করা হইয়াছে।...

গান ও নাটক বাদ দিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত কবিতার সংখ্যা প্রায় ১২০০ হইবে। এর আগের সংস্করণ চয়নিকায় তাহার মধ্যে মোট ১৩৬টি কবিতা ছিল; এবার ২০৮টি কবিতা দেওয়া হইল। কবির নূতন প্রকাশিত দুইখানি বই, প্রবাহিণী (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) ও পূরবী (শ্রাবণ, ১৩৩২) হইতেও আমরা কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। কবির অপ্রকাশিত নূতন কবিতাও দু-টি দেওয়া হইল।...বর্ত্তমান সংস্করণে আমরা ইচ্ছা করিয়া গান বাদ দিয়াছি।"

'চয়নিকা'র পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে তৃতীয় সংস্করণের 'চয়নিকা'র সমস্ত কবিতার সহিত পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাদি হইতে অনেক কবিতা স্থান পাইয়াছে।

৯১। গান। ইং ১৯০৯। পৃ. ৪০৬। ইণ্ডিয়ান প্রেস।

ইহাতে বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, বিবিধ সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত ও অনুষ্ঠান সঙ্গীত আছে।

১৩১৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'গান' সমালোচিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বিবিধ সঙ্গীতগুলি 'গান' নামে প্রকাশিত হয়। অপর খণ্ডটির নাম হয়—'ধর্ম্মসঙ্গীত'।

৯২। বিদ্যাসাগর-চরিত। পৃ. ৪৮।

১৩০২ ও ১৩০৫, ১৩ই শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত। এই দুইটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ঠিক কোন্ সালে প্রকাশিত হয়, জানিতে পারি নাই। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 'চারিত্রপূজা'য় (নং ৬৭) সন্নিবিষ্ট হয়। মনে হয়, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ইহা সর্ব্বপ্রথম পুস্তিকাকারে।• আনা মূল্যে প্রকাশ করেন।

৯৩। শিশু। (কবিতা) ইং ১৯০৯। পৃ. ১৬১।

নং ৫৭ দ্রষ্টব্য।

ইং ১৯১০

৯৪। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

৯ম ভাগ। পৃ. ১১১। [২৫ জানুয়ারি ১৯১০]

১০ম ভাগ। পৃ. ১০৩। [২৯ জানুয়ারি ১৯১০]

১১শ ভাগ। পৃ. ১১৪। [৮ অক্টোবর ১৯১০]

৯৫। গোরা, ১ম ও ২য় খণ্ড। (উপন্যাস) পৃ. ৫৯৭। [১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০]

ইহা ১৩১৪ সালের ভাদ্র হইতে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৩ এপ্রিল ১৯০৯ তারিখে 'গোরা' আংশিকভাবে (পৃ. ১৭০) 'প্রবাসী' কার্য্যালয় হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ॥৶০ মূল্যে প্রচারিত হইয়াছিল। পর-বৎসর সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৯৬। গীতাঞ্জলি। (কবিতা ও গান) ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭। পৃ. ১৭৮।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্ত্তৃক কবির ইংরেজী *Gitanjali* প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলা গীতাঞ্জলির হুবহু অনুবাদ নহে। ইংরেজী গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি মুখ্যতঃ নৈবেদ্য, শিশু, খেয়া, গীতাঞ্জলি ও গীতি-মাল্য (ইংরেজী গীতাঞ্জলির পরে প্রকাশিত) হইতে চয়ন করা। ইহাতে চৈতালি, কল্পনা, স্মরণ, উৎসর্গ ও অচলায়তনের কবিতাও স্থান পাইয়াছে।

১৮ নবেম্বর ১৯১৪ তারিখে হিন্দী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজী গীতাঞ্জলির মূল গান ও কবিতাগুলি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

৯৭। রাজা। (নাটক) পৃ. ১২৮।

১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, 'রাজা' "৭ই পৌষের মধ্যে প্রকাশিত হইবে"। ১৩১৭ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সমালোচিত।

ইং ১৯১১

৯৮। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

১২শ ভাগ। পৃ. ১০৭। [২৪ জানুয়ারি ১৯১১]

১৩শ ভাগ। পৃ. ১১৯। [১০ মে ১৯১১]

৯৯। আটটি গল্প। পৃ. ১৩৬। [২০ নবেম্বর ১৯১১]

বালক-বালিকাদের উপযোগী আটটি গল্পের চয়ন।

ইং ১৯১২

১০০। ডাকঘর। (নাটক) পৃ. ৫৬। [১৬ জানুয়ারি ১৯১২]

১০১। ধর্ম্মের অধিকার। (প্রবন্ধ) পৃ. ৪৩। [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২]

১০২। গল্প চারিটি। পৃ. ১২০। [১৮ মার্চ ১৯১২]

১০৩। মালিনী। (নাটক) পৃ. ৪৯। [২৩ মার্চ ১৯১২]

নং ৪১ দ্রষ্টব্য।

১০৪। চৈতালি। (কবিতা) পৃ. ৬৬। [২৩ মার্চ ১৯১২]

নং ৪১ দ্রষ্টব্য।

১০৫। বিদায়-অভিশাপ। (নাট্য-কাব্য) পৃ. ২০। [১০ মে ১৯১২]

নং ৩০ দ্রষ্টব্য।

১০৬। জীবন-স্মৃতি। (আত্মজীবনী) ১৩১৯ সাল। পৃ. ১৯৫। [২৫ জুলাই ১৯১২]

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশ পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

১০৭। ছিন্নপত্র। ১৩১৯ সাল। পৃ. ২৩৩। [২৮ জুলাই ১৯১২]

প্রধানতঃ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র-সংগ্রহ। প্রথম পত্রের তারিখ—৩০ অক্টোবর ১৮৮৫; শেষ পত্রের তারিখ—১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫।

১০৮। অচলায়তন। (নাটক) পৃ. ১৩৮। [২ আগস্ট ১৯১২]

ইহা প্রথমে ১৩১৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯১৪

১০৯। স্মরণ। (কবিতা) পৃ. ৩৪। [২৫ মে ১৯১৪]

নং ৫৭ দ্রষ্টব্য।

১১০। উৎসর্গ। (কবিতা) ১ বৈশাখ ১৩২১। পৃ. ১১৬।

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থে' বিষয়গুণে পরস্পর সদৃশ কবিতাগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একত্র করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর প্রবেশক-রূপে যে-সকল কবিতা মুদ্রিত হয়, সেই সকল কবিতা এবং অন্যান্য কয়েকটি নূতন কবিতার সংগ্রহ।

১১১। গীতি-মাল্য। (কবিতা ও গান) পৃ. ১৩৪। [২ জুলাই ১৯১৪]

শেষ গানের তারিখ—৩রা আষাঢ় ১৩২১।

১১২। গান। পৃ. ১৬৮। [২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৪]

নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

১১৩। গীতালি। (কবিতা ও গান) ইং ১৯১৪। পৃ. ১১৭।

শেষ কবিতার তারিখ—৩রা কার্ত্তিক ১৩২১।

১১৪। ধর্ম্মসঙ্গীত। পৃ. ২০১। [২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪]

নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

ইং ১৯১৫

১১৫। শান্তিনিকেতন, ১৪শ ভাগ। ইং ১৯১৫। পৃ. ১১৭।

১১৬। কাব্যগ্রন্থ। ইং ১৯১৫-১৬। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

"সন্ধ্যা-সঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি।...অতএব সন্ধ্যা-সঙ্গীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল।"

এই 'কাব্যগ্রন্থ' দুই প্রকারে মুদ্রিত হইয়াছিল; একটি ইণ্ডিয়া পেপারে ৫ খণ্ডে, অপরটি অ্যান্টিক কাগজে ১০ খণ্ডে।

'কাব্যগ্রন্থে'র সংক্ষিপ্ত সূচী :—

১ম খণ্ড (ইং ১৯১৫)। সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

২য় খণ্ড। কড়ি ও কোমল, মানসী।

৩য় খণ্ড। সোনার তরী, চিত্রা।

৪র্থ খণ্ড। চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা, কণিকা।

৫ম খণ্ড। চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, বিদায়-অভিশাপ, নাট্য কবিতা (গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরক-বাস, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ও লক্ষ্মীর পরীক্ষা), কথা ও কাহিনী।

৬ষ্ঠ খণ্ড। রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন।

৭ম খণ্ড। (ইং ১৯১৬)। নৈবেদ্য, খেয়া, স্মরণ, উৎসর্গ।

৮ম খণ্ড। শিশু, শারদোৎসব, ডাকঘর, গীতাঞ্জলি।

৯ম খণ্ড। রাজা, অচলায়তন, গীতি-মাল্য, গীতালি, ফাল্গুনী, বলাকা।

১০ম খণ্ড। গান (বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, বিবিধ-সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম্ম সঙ্গীত)।

ইং ১৯১৬

১১৭। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

১৫শ ভাগ। ইং ১৯১৬। পৃ. ৯৪।
১৬শ ভাগ। ইং ১৯১৬। পৃ. ৮০।
১৭শ ভাগ। ইং ১৯১৬। পৃ. ৯৮।

১১৮। ফাল্গুনী। (নাটক) ইং ১৯১৬। পৃ. ৮৪।

ইহার উৎসর্গের তারিখ—১৫ ফাল্গুন ১৩২২। ১৩২৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"নূতন নাট্য কাব্য ফাল্গুনী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে।"

"ফাল্গুনী" নাটক প্রথমে ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়; সে-সংখ্যায় অন্য কোনও রচনা ছিল না। পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "সূচনা" অংশ পরে "বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষাকল্পে ফাল্গুনী অভিনয়" উপলক্ষে (মাঘ ১৩২২) রচিত হয়, এবং "বৈরাগ্য-সাধন" নামে ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়।

১১৯। ঘরে বাইরে। (উপন্যাস) ইং ১৯১৬। পৃ. ২৯৪।

১৩২৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র মধ্যে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের উল্লেখ আছে।

ইহা প্রথমে ১৩২২ সালের বৈশাখ-ফাল্গুন সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১২০। সঞ্চয়। (প্রবন্ধ) ইং ১৯১৬। পৃ. ১২৬।

১৩২৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র মধ্যে 'সঞ্চয়'-এর উল্লেখ আছে।

১২১। পরিচয়। (প্রবন্ধ) ইং ১৯১৬। পৃ. ১৭১।

১৩২৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র মধ্যে 'পরিচয়'-এর উল্লেখ আছে।

১২২। বলাকা। (কবিতা) ইং ১৯১৬। পৃ. ১১৮।

ইহা ১৩২৩ সালে—সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র তালিকায় 'বলাকা'র নাম পাওয়া যাইতেছে।

১২৩। চতুরঙ্গ। (উপন্যাস) ইং ১৯১৬। পৃ. ১২৩।

'চতুরঙ্গ' ১৩২৩ সালে—সম্ভবতঃ ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র তালিকায় 'চতুরঙ্গে'র নাম আছে।

ইহা প্রথমে ১৩২১ সালের 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়।

১২৪। গল্পসপ্তক। পৃ. ২০৪।

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই। ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ:—"গল্পসপ্তক :—...পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।"

ইং ১৯১৭

১২৫। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। (প্রবন্ধ) পৃ. ২০। [২২ আগস্ট ১৯১৭]

নং ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

ইং ১৯১৮

১২৬। গুরু। (নাটক) ১ ফাল্গুন ১৩২৪। পৃ. ৫১।

ইহা 'অচলায়তনে'র অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

১২৭। পলাতকা। (কবিতা) অক্টোবর ১৯১৮। পৃ. ৮৮।

ইং ১৯১৯

১২৮। জাপান-যাত্রী। শ্রাবণ ১৩২৬। পৃ. ১১৯।

ইং ১৯২০

১২৯। অরূপ রতন। (নাটক) পৃ. ৭৩।

"এই নাট্যরূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত। মাঘ ১৩২৬।"

১৩০। পয়লা নম্বর। (গল্প) বৈশাখ ১৩২৭। পৃ. ৭১।

ইহাতে এই চারিটি গল্প আছে ঃ—পয়লা নম্বর, তপস্বিনী, তোতা-কাহিনী ও কর্ত্তার ভূত।

ইং ১৯২১

১৩১। শিক্ষার মিলন। (প্রবন্ধ) ১৩২৮ সাল। পৃ. ২৩। [১৪ আগস্ট ১৯২১]

১৩২। ঋণশোধ। (নাটক) ইং ১৯২১। পৃ. ৯৬। [২ অক্টোবর ১৯২১]

'শারদোৎসবে'র (নং ৮৩) অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

ইং ১৯২২

১৩৩। মুক্তধারা। (নাটক) বৈশাখ ১৩২৯। পৃ. ১৩৬।

ইহা ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

'মুক্তধারা' নূতন নাটক হইলেও ইহার একটি প্রধান চরিত্র—'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী; সেই জন্য ইহার কথোপকথনের কিয়দংশ এবং কয়েকটি গান 'প্রায়শ্চিত্ত' হইতে গৃহীত।

১৩৪। লিপিকা। (কথিকা) ইং ১৯২২। পৃ. ১৮২। [১৭ আগস্ট ১৯২২]

ইহার শেষে "স্বর্গ-মর্ত্ত্য" নামে একটি নাটিকা আছে।

১৩৫। শিশু ভোলানাথ। (কবিতা) ইং ১৯২২। পৃ. ৮৬। [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২২]

ইং ১৯২৩

১৩৬। বসন্ত। (গীতিনাট্য) ফাল্গুন ১৩২৯। পৃ. ৩২।

পরে 'ঋতু-উৎসবে' (নং ১৪৫) সন্নিবিষ্ট হয়।

ইং ১৯২৫

১৩৭। পূরবী। (কবিতা) শ্রাবণ ১৩৩২। পৃ. ২৫৪।

১৩৮। গৃহপ্রবেশ। (নাটক) আশ্বিন ১৩৩২। পৃ. ১০২।

ইহা 'গল্পসপ্তক' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "শেষের রাত্রি" গল্পের নাট্য রূপ। 'গৃহপ্রবেশ' ১৩৩২ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

১৩৯। সঙ্কলন। ৯ আগস্ট ১৯২৫। পৃ. ৩৮৫।

"গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এইবার আমরা গদ্য গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া 'সঙ্কলন' বাহির করিতেছি। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। কোনো বইতে এখনও গ্রথিত হয় নাই এমন লেখাও 'সঙ্কলনে' দেওয়া হইল। লেখাগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো হইয়াছে।"

১৪০। প্রবাহিণী। (গান) অগ্রহায়ণ ১৩৩২। পৃ. ১৮০।

১৪১। গীতি-চর্চ্চা। (গান) পৌষ ১৩৩২। পৃ. ১৬০।

ইহা দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"গীতি-চর্চ্চার গানগুলি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের রচিত গান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষভাবে আশ্রমবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য প্রকাশ করা হইল।...পূজনীয় ৺মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান, তিনটি বেদ-গানও এইস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল।"

ইং ১৯২৬

১৪২। চিরকুমার সভা। (নাটক) ফাল্গুন ১৩৩২। পৃ. ২২০।

নং ৫৯ দ্রষ্টব্য।

১৪৩। শোধ-বোধ। (নাটক) পৃ. ৭৮। [১৯ জুন ১৯২৬]

ইহা 'কর্ম্মফল' গল্পের (নং ৫৮) নাট্য-রূপ। 'শোধ-বোধ' ১৩৩২ সালের 'বার্ষিক বসুমতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৪৪। নটীর পূজা। (নাটক) ১৩৩৩ সাল। পৃ. ৮২। [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬]

'কথা' পুস্তকের "পূজারিণী" কবিতার গল্পাংশ পরিবর্ত্তিত আকারে নাট্যীকৃত। 'নটীর পূজা' প্রথমে ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

১৪৫। ঋতু-উৎসব। (নাট্য-সংগ্রহ) ১৩৩৩ সাল। পৃ. ২১৬। [২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬]

বিভিন্ন ঋতুতে অভিনয়োপযোগী—শেষ-বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, সুন্দর ও ফাল্গুনী নাট্যের সংগ্রহ।

'শেষ-বর্ষণ' :—শেষ-বর্ষণ গীতোৎসব প্রথমে "বিচিত্রা" গৃহে ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়; ইহার গানগুলি সেই সময় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার অল্প দিন পরে "শেষ-বর্ষণ" গীতিনাট্য আকারে জোড়াসাঁকোতে অভিনীত হয়। এই গীতিনাট্য ১৩৩২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়; ইহাতে পূর্ব্বের গানগুলি এবং নূতন গানও স্থান পাইয়াছে। 'ঋতু-উৎসবে' এই গীতিনাট্যই মুদ্রিত হইয়াছে।

'সুন্দর' :—এই নামে গীতোৎসব কয়েক বার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম, শান্তিনিকেতনে ১৩৩১ সালের ২৬ ফাল্গুন তারিখে। 'ঋতু-উৎসবে'র অন্তর্ভুক্ত 'সুন্দরে'র অনেকগুলি গান এই উপলক্ষে গীত হইয়াছিল। অপর পক্ষে, জোড়াসাঁকোতে ১৩৩৫ সালের ১৩ মাঘ তারিখে অনুষ্ঠিত 'সুন্দর' বর্ত্তমান পুস্তকের "সুন্দর" হইতে অনেকাংশে পৃথক্।

১৪৬। রক্তকরবী। (নাটক) ১৩৩৩ সাল। পৃ. ১০৩। [২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬]

ইহা প্রথমে ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯২৭

১৪৭। লেখন। (কবিতা-কণা) কার্ত্তিক ১৩৩৪। পৃ. ৩৩।

অটোগ্রাফ-উপযোগী বাংলা কবিতা ও ইংরেজী রচনা, হাতের অক্ষরে ছাপা। অধিকাংশ বাংলা কবিতা ইংরেজী অনুবাদ সহ ছাপা হইয়াছে।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে "বুডাপেষ্ট, ২৬ কার্ত্তিক ১৩৩৩" দেওয়া আছে। কিন্তু পুস্তকের শেষে বিশ্বভারতীর যে লেবেল আঁটা আছে, তাহাতে ইহার প্রকাশকাল "কার্ত্তিক, ১৩৩৪" দেওয়া আছে।

'লেখনে'র ভূমিকায় প্রকাশ :—"এই লেখনগুলি সুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি ক'রে এই টুক্‌রো লেখাগুলি জমে উঠ্‌ল।...জর্ম্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখনগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল।"

ভ্রমক্রমে প্রিয়ম্বদা দেবীর চারিটি কবিতা সম্পূর্ণ ও আর একটির দুই লাইন 'লেখনে' স্থান পাইয়াছে।—'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৩৫, পৃ. ৪০ দ্রষ্টব্য।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও লিখিয়াছেন :—"এই বইখানা আমি নিজে Berlinএ ছাপাই, ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে। এই বই ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়নি, ১৩৩৪ সালে বাহির হয়।"—'বিচিত্রা', বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ. ৪৫০।

১৪৮। ঋতুরঙ্গ। (গীতিনাট্য) ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। পৃ. ৪২ ও ৪৪।

একই তারিখযুক্ত দুই আকারে বাহির হয়। একই তারিখ দেওয়া থাকিলেও ইহা একই তারিখে প্রকাশিত হয় নাই, বিভিন্ন দিনের অভিনয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গীতিনাট্যের অভিনয় ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন চলিয়াছিল।

'ঋতুরঙ্গ' প্রথমে ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯২৮

১৪৯। শেষ রক্ষা। (প্রহসন) জুলাই ১৯২৮। পৃ. ১৩৩।

'গোড়ায় গলদ্'-এর (নং ৩১) অভিনয়যোগ্য সংস্করণ। 'শেষ রক্ষা' প্রথমে ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯২৯

১৫০। যাত্রী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬। পৃ. ৩১৫।

ইহাতে "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি" ও "জাভা-যাত্রীর পত্র" মুদ্রিত হইয়াছে।

১৫১। পরিত্রাণ। (নাটক) জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬। পৃ. ১৪১।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের (নং ৮৯) নূতন পরিবর্ত্তিত সংস্করণ।

১৫২। যোগাযোগ। (উপন্যাস) আষাঢ় ১৩৩৬। পৃ. ৪৭১।

ইহা 'বিচিত্রা' পত্রে ১৩৩৪ সালের আশ্বিন হইতে ১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; প্রথম কয়েক সংখ্যায় ইহার নাম ছিল—"তিন-পুরুষ", পরে ইহা "যোগাযোগ" নামে বাহির হইয়াছিল।

১৫৩। শেষের কবিতা। (উপন্যাস) ভাদ্র ১৩৩৬। পৃ. ২৩২।

ইহা প্রথমে ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'র ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৫৪। তপতী। (নাটক) ভাদ্র ১৩৩৬। পৃ. ১৮৫+পরিশিষ্ট ৩।

'রাজা ও রাণী' নাটকের (নং ২৫) গল্পাংশ পরিবর্ত্তিত আকারে নূতন করিয়া নাট্যীকৃত।

১৫৫। মহুয়া। (কবিতা) আশ্বিন ১৩৩৬। পৃ. ১৭৫।

ইহার ত্রিবর্ণে মুদ্রিত নামপত্রটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত। কবির অঙ্কিত চিত্র তাঁহার নিজ গ্রন্থে এই প্রথম মুদ্রিত হয়।

ইং ১৯৩০

১৫৬। ভানুসিংহের পত্রাবলী। চৈত্র ১৩৩৬। পৃ. ১৫৮।

১৩২৪ হইতে ১৩৩০ সালের মধ্যে "রাণু"কে লিখিত পত্রাবলী।

ইং ১৯৩১

১৫৭। নবীন। (গীতিনাট্য) ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭। পৃ. ২৮।

ইহা পরে 'বন-বাণী'তে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৫৮। রাশিয়ার চিঠি। বৈশাখ ১৩৩৮। পৃ. ২১৮।

১৫৯। বন-বাণী। (কবিতা) আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ১৬৩।

সূচী :—বন-বাণী, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, বর্ষামঙ্গল, নবীন।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা :—"নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে 'নটরাজ' দোল-পূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল"। পরে, ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা" নামে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে "নটরাজে"র কয়েকটি গান এবং কয়েকটি নূতন কবিতা ও অন্যান্য গান একত্র করিয়া "ঋতুরঙ্গ" নামে প্রকাশিত হয়। "ঋতুরঙ্গ" "নটরাজে"র মতই একটি পালা গান, ইহাও অভিনীত হইয়াছিল (নং ১৪৮ দ্রষ্টব্য)। এই দুইটি পালাগানের প্রায় সমস্ত কবিতা ও গান 'বন-বাণী'র অন্তর্ভুক্ত "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"য় স্থান পাইয়াছে।

বর্ষামঙ্গল :—'বন-বাণী'র অন্তর্ভুক্ত "বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষ-রোপণ উৎসব" ২৬ শ্রাবণ ১৩৩৬ তারিখে শান্তিনিকেতনে অভিনীত এবং

১৩৩৬ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান পুস্তকে পূর্ব্বরচিত কয়েকটি গান আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

নবীন :—নং ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

১৬০। গীতবিতান।

১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ৩৬৪।

২য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ৩৬৫-৬৭০।

রবীন্দ্রনাথের গানের একত্র সংগ্রহ।

১৬১। সঞ্চয়িতা। পৌষ ১৩৩৮। পৃ. ২৲+৸৶০+৫৮৫+৸/০।
[৩০ ডিসেম্বর ১৯৩১]

ইহার ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন :—"সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সঙ্কলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি।"

১৬২। শাপ-মোচন। (কথিকা ও গান) ১৫ পৌষ ১৩৩৮। পৃ. ২৭।

ইহাতে শাপ-মোচন কথিকা ও কয়েকটি গান আছে। "যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন ক'রে 'রাজা' নাটক রচিত তারই আভাসে 'শাপ-মোচন' কথিকাটি রচনা করা হল।"

পরিবর্ত্তিত আকারে (পৃ. ১৭) ১৫ই ও ১৬ই চৈত্র ১৩৩৯ সালে ইহার পুনরভিনয় হইয়াছিল। ইহার গানগুলি পূর্ব্বরচিত নানা পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

ইং ১৯৩২

১৬৩। গীতবিতান, ৩য় খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৩৯। পৃ. ৬৭১-৮৬৫।

'গীত-বিতানে'র প্রথম দুই খণ্ডের (নং ১৬০) কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই তিন খণ্ড 'গীত-বিতানে'র গানগুলি "প্রস্থানুক্রমে" প্রকাশিত হয়।

১৩৪৮ সালের মাঘ মাসে বিশ্বভারতী 'গীত-বিতানে'র একটি নূতন (দ্বিতীয়) সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডের "বিজ্ঞাপন"-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

এই সংস্করণ 'গীত-বিতানে' রবীন্দ্রনাথ গানগুলি নিম্নলিখিত বিষয়ানুক্রমে সাজাইয়া দিয়াছিলেন :—

পূজা : গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়।

স্বদেশ :

প্রেম : গান, প্রেম-বৈচিত্র্য।

প্রকৃতি : সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

বিচিত্র :

আনুষ্ঠানিক :

পরিশিষ্ট :

১৬৪। পরিশেষ। (কবিতা) ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ১৬২।

১৬৫। কালের যাত্রা। (নাট্য) ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ৩৯।

সূচী :—(১) রথের রশি, (২) কবির দীক্ষা।

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "রথযাত্রা" নামে যে নাটিকা বাহির হয়, তাহাই পরিবর্ত্তিত আকারে "রথের রশি" নামে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

১৬৬। পুনশ্চ। (গদ্য কাব্য) আশ্বিন ১৩৩৯। পৃ. ১২৩।

১৬৭। Mahatmaji and the Depressed Humanity, (ভাষণ) ডিসেম্বর ১৯৩২। পৃ. ৫৫+১০।

ইহা একখানি ইংরেজী-বাংলা পুস্তিকা। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের তিনটি বাংলা ভাষণ মুদ্রিত হইয়াছে,—"৪ঠা আশ্বিন," "মহাত্মাজির শেষ ব্রত," ও "পুণা ভ্রমণ"।

ইং ১৯৩৩

১৬৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। জানুয়ারি ১৯৩৩। পৃ. ৩০।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

১৬৯। দুই বোন। (উপন্যাস) ফাল্গুন ১৩৩৯। পৃ. ৯২।

ইহা ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৭০। শিক্ষার বিকিরণ। মে ১৯৩৩। পৃ. ২১।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

১৭১। মানুষের ধর্ম্ম। মে ১৯৩৩। পৃ. ১১৯।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত "কমলা লেকচার্স"।

১৭২। বিচিত্রিতা। (কবিতা) শ্রাবণ ১৩৪০। পৃ. ৬০।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি কর্ত্তৃক অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র আছে।

১৭৩। চণ্ডালিকা। (নাটিকা) ভাদ্র ১৩৪০। পৃ. ৪৫।

১৭৪। তাসের দেশ। (নাটিকা) ভাদ্র ১৩৪০। পৃ. ৬৯।

১৭৫। বাঁশরী। (নাটক) অগ্রহায়ণ ১৩৪০। পৃ. ১৩০।

ইহা ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়।

১৭৬। ভারত পথিক রামমোহন রায়। ১৪ পৌষ ১৩৪০। পৃ. ৬৩।

রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিন যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা 'ভারতপথিক রামমোহন' নামে পুস্তিকাকারে সেই দিনই বিতরিত হয়। ইতিপূর্ব্বে শতবার্ষিকীর উদ্যোগসভায় তিনি যে ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ উদ্যোগসভায় মুদ্রিতাকারে বিতরিত হইয়াছিল। 'ভারত পথিক রামমোহন রায়' পুস্তকখানিতে এই দুইটি রচনা আছে; ইহা ছাড়া রামমোহন সম্বন্ধে ও তৎসম্পর্কিত অনেকগুলি পুরাতন রচনা ইহাতে সঙ্কলিত হয়।

ইং ১৯৩৪

১৭৭। মালঞ্চ। (উপন্যাস) চৈত্র ১৩৪০। পৃ. ১১৩।

ইহা ১৩৪০ সালের আশ্বিন-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'র ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৭৮। শ্রাবণ-গাথা। (গীতিনাট্য) শ্রাবণ ১৩৪১। পৃ. ২২।

১৭৯। চার অধ্যায়। (উপন্যাস) অগ্রহায়ণ ১৩৪১। পৃ. ৶০ আভাস+১৩৮।

"আভাস" দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত।

ইং ১৯৩৫

১৮০। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

১ম খণ্ড। মাঘ ১৩৪১। পৃ. ১-৩০০।

২য় খণ্ড। বৈশাখ ১৩৪২। পৃ. ৩০১-৬৫৬।

"১৩১৫ সালে 'শান্তিনিকেতন' প্রথম বাহির হয়। ১৩২১ সাল অবধি ইহা ১৭ খণ্ড পুস্তিকায় বিভক্ত ছিল। তারপর কুড়ি বৎসরের ধর্ম্ম ব্যাখ্যানগুলি নানা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন পুস্তিকার অন্তর্গত ও অন্যান্য নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান সব সংগ্রহ করা হইলে, কবি নিজে তাহা সংশোধন ও নির্ব্বাচন করেন। তাঁহার মনোনীত লেখাগুলি লইয়া বিশ্বভারতী হইতে দুই খণ্ডে শান্তিনিকেতনের আধুনিক সংস্করণ বাহির হইল।...গ্রন্থ-শেষে ৬৫৩ পৃষ্ঠার ১৩১১ সনের ব্যাখ্যানটি 'ধর্ম্ম' পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।"

নং ৮৮, ৯৪, ৯৮, ১১৫ ও ১১৭ দ্রষ্টব্য।

১৮১। শেষ সপ্তক। (গদ্য কাব্য) ২৫ বৈশাখ ১৩৪২। পৃ. ১৭০।

১৮২। সুর ও সঙ্গতি। পৃ. ১০২। [১ আগস্ট ১৯৩৫]

শ্রীধূর্জ্জটি মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রালাপ।

১৮৩। বীথিকা। (কবিতা) ভাদ্র ১৩৪২। পৃ. ২৩২।

ইং ১৯৩৬

১৮৪। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ফাল্গুন ১৩৪২। পৃ. ৩৩।

১৮৫। পত্রপুট। (গদ্য কাব্য) ২৫ বৈশাখ ১৩৪৩। পৃ. ৬৪।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে (কার্ত্তিক ১৩৪৫) ১৬ ও ১৭ সংখ্যক কবিতা দুইটি নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৬। ছন্দ। (প্রবন্ধ) আষাঢ় ১৩৪৩। পৃ. ২৩৯।

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা।

১৮৭। জাপানে—পারস্যে। (ডায়ারি) শ্রাবণ ১৩৪৩। পৃ. ২০৪।

'জাপান-যাত্রী' পুস্তকখানি (নং ১২৮) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৮৮। শ্যামলী। (গদ্য কাব্য) ভাদ্র ১৩৪৩। পৃ. ৭৭।

১৮৯। শিক্ষার ধারা। (প্রবন্ধ) ভাদ্র ১৩৪৩। পৃ. ৭৯।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশন উইক কনফারেন্সে (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬), নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধ—"শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ", "শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান", ও "আশ্রমের শিক্ষা" এবং শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের "শিক্ষার স্বদেশী রূপ" ও শ্রীনন্দলাল বসুর "শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান" প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" ও শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের "শিক্ষার স্বদেশী রূপ" প্রবন্ধ দুইটি "বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ২০"-রূপে Education Naturalised (*In Bengali*) নামে ইং ১৯৩৬, ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০। সাহিত্যের পথে। (প্রবন্ধ) আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ. ১৭৪।

১৯১। পাশ্চাত্য ভ্রমণ। আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ. ১৩৭।

ইহাতে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (নং ৬) পরিবর্ত্তিত আকারে ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ২য় খণ্ড (নং ৩৩) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯২। প্রাক্তনী। (অভিভাষণ) পৌষ ১৩৪৩। পৃ. ৪৫।

ইং ১৯৩৭

১৯৩। খাপছাড়া। (ছড়া) মাঘ ১৩৪৩। পৃ. ১৪৪।
কবি-কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

১৯৪। কালান্তর। (প্রবন্ধ) বৈশাখ ১৩৪৪। পৃ. ২৪৯।

ইহার অন্তর্ভুক্ত ১৫টি প্রবন্ধের মধ্যে 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' ও 'সত্যের আহ্বান' স্থান পাইয়াছে।

১৯৫। সে। (গল্প) বৈশাখ ১৩৪৪। পৃ. ১৪৮।
কবি-কর্ত্তৃক চিত্রিত।

১৯৬। ছড়ার ছবি। (কবিতা) আশ্বিন ১৩৪৪। পৃ. ৯২।
শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

১৯৭। বিশ্ব-পরিচয়। আশ্বিন ১৩৪৪। পৃ. ৯৫।
আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে সরল ভাষায় লিখিত।

ইং ১৯৩৮

১৯৮। প্রান্তিক। (কবিতা) পৌষ ১৩৪৪। পৃ. ৩৩।

১৯৯। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য। ফাল্গুন ১৩৪৪। পৃ. ৩১।

ইহার ভূমিকায় প্রকাশ :—"রাজেন্দ্র লাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দুলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।"

২০০। পথে ও পথের প্রান্তে। (পত্রাবলী) জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। পৃ. ।/০ ভূমিকা+১৪৮।

২০১। সেঁজুতি। (কবিতা) ভাদ্র ১৩৪৫। পৃ. ৬২।

২০২। পত্রধারা, ১ম-৩য় খণ্ড। ১৩৪৫ সাল। পৃ. ।/০ ভূমিকা+ ৩২৯+১৫৮+১৪৮।

'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'পথে ও পথের প্রান্তে' একত্র বাঁধাই করিয়া 'পত্রধারা' নামে প্রকাশিত হয়। 'পত্রধারা'য় এই তিনখানি বই সম্বন্ধে কবির একটি ভূমিকা যোজিত হয়; ভূমিকাটি প্রথমে 'পথে ও পথের প্রান্তে' মুদ্রিত হইয়াছিল।

নং ১০৭, ১৫৬ ও ২০০ দ্রষ্টব্য।

২০৩। বাংলাভাষা পরিচয়। ইং ১৯৩৮। পৃ. ১৮০।

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা।

ইং ১৯৩৯

২০৪। প্রহাসিনী। (কবিতা) পৌষ ১৩৪৫। পৃ. ৬৫।

২০৫। আকাশ-প্রদীপ। (কবিতা) বৈশাখ ১৩৪৬। পৃ. ৭০। [৪ মে ১৯৩৯]

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালটি "বৈশাখ ১৩৪৬" স্থলে ভুলক্রমে বৈশাখ "১৩৪৫" মুদ্রিত হইয়াছে।

২০৬। শ্যামা (নৃত্যনাট্য)। ভাদ্র ১৩৪৬। পৃ. ৯২।

ইহার সহিত স্বরলিপিও দেওয়া আছে।

২০৭। পথের সঞ্চয়। (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা—১) ভাদ্র ১৩৪৬। পৃ. ৮৬।

"১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইয়া ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসে

প্রত্যাবর্তন করেন। এই পুস্তকের অধিকাংশ পত্রই সেই সময়ের মধ্যে লিখিত। পথের সঞ্চয়ে সেগুলি পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইল।"

ইহাতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ভ্রমণের চিঠিও পরিবর্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

২০৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৬। পৃ. ৬৪৫।

সূচী :—সন্ধ্যা সংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, রাজা ও রানী, বউ-ঠাকুরানীর হাট, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি।

২০৯। প্রসাদ। পৃ. ১৩। [২০ ডিসেম্বর ১৯৩৯]

মুক্তিদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ডাকনাম—মুলু) শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণ ও একটি লেখা এই পুস্তিকায় আছে।

২১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড। পৌষ ১৩৪৬। পৃ. ৬৬৪।

সূচী :—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মানসী, বিসর্জন, রাজর্ষি, চিঠিপত্র এবং পঞ্চভূত।

ইং ১৯৪০

২১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৭। পৃ. ৬৫২।

সূচী :—সোনার তরী, চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, চোখের বালি, আত্মশক্তি।

২১২। নবজাতক। (কবিতা) বৈশাখ ১৩৪৭। পৃ. ৯৬।

২১৩। সানাই। (কবিতা) আষাঢ় ১৩৪৭। পৃ. ১০৬।

২১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৪৭। পৃ. ৫৬৭।

সূচী :—নদী, চিত্রা, বিদায়-অভিশাপ, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, ভারতবর্ষ, চারিত্রপূজা।

২১৫। ছেলেবেলা। ভাদ্র ১৩৪৭। পৃ. ২+৮৭।

ছেলেদের জন্য লেখা "ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা"।

২১৬। চিত্রলিপি। সেপ্টেম্বর ১৯৪০।

কবির অঙ্কিত ১৮খানি চিত্রের প্রতিলিপি। আরম্ভে ইংরেজীতে কবির একটি ভূমিকা আছে; সর্ব্বশেষে প্রত্যেকটি চিত্রের পরিচয়স্বরূপ কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত কবিতা (বাংলা ও ইংরেজী) আছে।

২১৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ), ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৭। পৃ. ৫৫২।

সম্পাদক :—শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচী :—কবি-কাহিনী, বন-ফুল, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, কাল-মৃগয়া, বিবিধ প্রসঙ্গ, নলিনী, শৈশব সঙ্গীত, বাল্মীকি প্রতিভা।

"কবির কৈশোর ও যৌবনের রচনা কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশকালানুক্রমে সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে "অচলিতসংগ্রহ"। এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; বর্তমানেও এগুলি আর চলিত ছিল না।"

২১৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭। পৃ. ৫৭১।

সূচী :—চৈতালি, কাহিনী, নৌকাডুবি, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য।

২১৯। তিন সঙ্গী। (গল্প) পৌষ ১৩৪৭। পৃ. ১৫১।

২২০। রোগশয্যায়। (কবিতা) পৌষ ১৩৪৭। পৃ. ৪৭।

মূল ফোটোগ্রাফ ও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সহ একটি বিশিষ্ট সংস্করণও (৫০) প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯৪১

২২১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। ফাল্গুন ১৩৪৭। পৃ. ৬৭৪।
স্চী :—কণিকা, হাস্যকৌতুক, গোরা, লোকসাহিত্য।

২২২। আরোগ্য। (কবিতা) ফাল্গুন ১৩৪৭। পৃ. ৩৯।

২২৩। জন্মদিনে। (কবিতা) ১ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ. ৪৫।

২২৪। সভ্যতার সংকট। (অভিভাষণ) ১ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ. ১১।

২২৫। গল্পস্বল্প। বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ. ৮৪+১।
ছেলেদের গল্প ও কবিতা।

২২৬। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। (প্রবন্ধ) আষাঢ় ১৩৪৮। পৃ. ১৪।
বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ২৯।

২২৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৭ম খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৮। পৃ. ৫৬৩।
স্চী :—কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, ব্যঙ্গকৌতুক, শারদোৎসব, চতুরঙ্গ।

২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ তারিখে কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

২২৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৮ম খণ্ড। ভাদ্র ১৩৪৮। পৃ. ৫৪৭।
স্চী :—নৈবেদ্য, স্মরণ, মুকুট, ঘরে-বাইরে, সাহিত্য।

২২৯। ছড়া। ভাদ্র ১৩৪৮। পৃ. ৫২।

২৩০। শেষ লেখা। (কবিতা) ভাদ্র ১৩৪৮। পৃ. ২৩।
ইহার "বিজ্ঞপ্তি"তে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—"এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই। 'শেষ লেখা'র অধিকাংশ

কবিতা গত সাত-আট মাসের মধ্যে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি তাঁহার স্বহস্তলিখিত, অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন। 'সমুখে শান্তি-পারাবার' গানটি 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। গানটি পূজনীয় পিতৃদেবের দেহান্তের পর গীত হয়, তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।…'ঐ মহামানব আসে' গানটি গত নববর্ষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।"

২৩১। রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ), ২য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ. ৭২২।

সম্পাদক:—শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচী:—আলোচনা, সমালোচনা, মন্ত্রি অভিষেক, ব্রহ্ম মন্ত্র, ঔপনিষদ ব্রহ্ম, সংস্কৃত শিক্ষা (২য় ভাগ), ইংরাজি সোপান, ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা, ইংরেজি সহজ শিক্ষা, অনুবাদ-চর্চ্চা, সহজ পাঠ, ইংরাজি পাঠ (প্রথম), আদর্শ প্রশ্ন।

২৩২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯ম খণ্ড। ৭ পৌষ ১৩৪৮। পৃ. ৫৭১।

সূচী:—শিশু, প্রায়শ্চিত্ত, যোগাযোগ, আধুনিক সাহিত্য।

ইং ১৯৪২

২৩৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৮। পৃ. ৬৭৫।

সূচী:—উৎসর্গ, খেয়া, রাজা, শেষের কবিতা, রাজা ও প্রজা, সমূহ।

২৩৪। চিঠিপত্র।

১ম খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯। পৃ. ১১০।

২য় খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৯। পৃ. ১১৭+২।

"চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ডে, সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত কবির ছত্রিশখানি চিঠি মুদ্রিত হইল। পত্নীর মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) পর এই কয়খানি চিঠি কবির লক্ষ্যগোচর হইয়াছিল, ও এতদিন সেগুলি তিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।···মৃণালিনী দেবীর লিখিত তিনখানি চিঠি আমরা পাইয়াছি, তাহাও গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল।"

ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের চিঠিগুলি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

২৩৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৯। পৃ. ৫৩০।

সূচী :—গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, অচলায়তন, ডাকঘর, দুই বোন, স্বদেশ।

২৩৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৯। পৃ. ৬৪৪।

সূচী :—বলাকা, ফাল্গুনী, মালঞ্চ, সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব।

২৩৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড। কার্ত্তিক ১৩৪৯। পৃ. ৫৫২।

সূচী :—পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, গুরু, অরূপ রতন, ঋণশোধ, চার অধ্যায়, ধর্ম, শান্তিনিকেতন ১-৩।

২৩৮। চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯। পৃ. ১৫৪+৫।

ইহাতে শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত কবির ৬৭খানি পত্র আছে।

ইং ১৯৪৩

২৩৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৯। পৃ. ৫৫৪।

সূচী :—পূরবী; লেখন; মুক্তধারা; গল্পগুচ্ছ (ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট); শান্তিনিকেতন ৪-১০।

২৪০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৯। পৃ. ৫৬৬।

সূচী :—মহুয়া ; বনবাণী ; পরিশেষ ; বসন্ত ; রক্তকরবী ; গল্পগুচ্ছ (দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি) ; শান্তিনিকেতন ১১-১২।

২৪১। আত্মপরিচয়। (প্রবন্ধ) ১ বৈশাখ ১৩৫০। পৃ. ১২৭।

ইহাতে প্রকাশিত ১ম প্রবন্ধ 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থ, ২য় প্রবন্ধ 'ভারতী' (ফাল্গুন ১৩১৮), ৩য় প্রবন্ধ 'সবুজ পত্র' (আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪), ও ৪র্থ ও ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'প্রবাসী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) হইতে গৃহীত। ৫ম প্রবন্ধটি—ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক সেনেট হলে অনুষ্ঠিত (১৫ পৌষ ১৩৩৮) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে পঠিত প্রতিভাষণ ; ইহা 'প্রতিভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। অন্য রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থের শেষে ১৩১৭ সালে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত একটি সুদীর্ঘ পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২৪২। সাহিত্যের স্বরূপ। (প্রবন্ধ) ১ বৈশাখ ১৩৫০। পৃ. ৪৭।

ইহা রবীন্দ্রনাথ-সঙ্কলিত "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে"র প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে ১৩৪৪-৪৮ সালের মধ্যে রচিত এই কয়টি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে :—সাহিত্যের স্বরূপ, কাব্যে গদ্যরীতি, কাব্য ও ছন্দ, গদ্যকাব্য, সাহিত্য-বিচার, সাহিত্যের মূল্য, সাহিত্যে চিত্রবিভাগ, সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা, সত্য ও বাস্তব।

২৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। ২২ শ্রাবণ ১৩৫০। পৃ. ৫২৪।

সূচী :—পুনশ্চ ; চিরকুমার সভা ; গল্পগুচ্ছ (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়) ; শান্তিনিকেতন ১৩-১৭।

পাঠ্য পুস্তক—রচিত বা সঙ্কলিত

রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীদিগের জন্য যে-সকল পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা স্বতন্ত্র ভাবে দেওয়া হইল। এই সকল পাঠ্য পুস্তকের অনেকগুলিতে, প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনা থাকিলেও, অপরের রচনাও স্থান পাইয়াছে।

২৪৪। সংস্কৃত শিক্ষা, ১ম ভাগ (পৃ. ৪২) ও ২য় ভাগ (পৃ. ৩৪)। ইং ১৮৯৬। [৮ আগস্ট ১৮৯৬]

আমরা ইহার প্রথম ভাগের সন্ধান এখনও পাই নাই। দ্বিতীয় ভাগের আখ্যা-পত্র পাঠে জানা যায়, ইহা "বাল্মীকিরামায়ণ অনুবাদক শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।"

২৪৫। ইংরাজি সোপান।

১ম খণ্ড। পৃ. ২৪+৪১। [৭ মে ১৯০৪]
২য় খণ্ড। পৃ. ৩৮+৪৪। [১৫ জুন ১৯০৬]

'ইংরাজি সোপান,' ১ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণে (১২ পৌষ ১৩২০) "বিশেষ দ্রষ্টব্য" অংশে প্রকাশ :—"...প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা 'ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা' নামে পরিবর্দ্ধিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।"

২৪৬। ইংরাজি পাঠ (প্রথম)। পৃ. ৪২। [১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯]।

২৪৭। ছুটির পড়া। পৃ. ১১৪। [১২ অক্টোবর ১৯০৯]।

এই সচিত্র পুস্তকখানিতে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রবালা দেবী প্রভৃতির রচনাও স্থান পাইয়াছে। পুস্তকের অধিকাংশ রচনাই ১২৯২ সালের 'বালকে'

প্রকাশিত হয়। ইহার বেশীর ভাগ রচনাই রবীন্দ্রনাথের; সব কয়টি কবিতাই তাঁহার রচিত; ১২৯২ সালের 'বালকে' রবীন্দ্রনাথের "মুকুট" নামে যে আখ্যায়িকাটি প্রকাশিত হয়, তাহাও 'ছুটির পড়া'য় মুদ্রিত হইয়াছে।

২৪৮। ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা। পৃ. ৩০।

'ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা' খুব সম্ভব ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে 'ইংরাজি সোপান', ১ম খণ্ডের "উপক্রমণিকা" (পৃ. ১-২৪) অংশ।

২৪৯। পাঠ সঞ্চয়। ১৩১৯ সাল। পৃ. ১৯৯। [২০ মে ১৯১২]।

২৫০। বিচিত্র-পাঠ। ইং ১৯১৫। পৃ. ৯২।

ইহাতে অপরের রচনাও সঙ্কলিত হইয়াছে।

২৫১। অনুবাদ-চর্চ্চা [বাঙলা হইতে ইংরাজি]। ১৩২৪ সাল। পৃ. ১৪০।

ইহার পরিপূরক গ্রন্থ—*Selected Passages for Bengali Translation* (1917) মূল ইংরেজী বাক্যসমষ্টির সংকলন।

২৫১। ইংরেজি সহজ শিক্ষা।

১ম ভাগ। পৌষ ১৩৩৬। পৃ. ৪৮।

২য় ভাগ। চৈত্র ১৩৩৬। পৃ. ৫৮।

এই দুইখানি পুস্তক 'ইংরাজি সোপান', ১ম-২য় খণ্ডের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ।

২৫৩। পাঠপ্রচয়, ২য়-৪র্থ ভাগ। চৈত্র ১৩৩৬। [২৬ মে ১৯৩০]।

ইহাতেও 'বালকে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রবালা দেবী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কিছু কিছু লেখা স্থান পাইয়াছে।

'পাঠপ্রচয়', ১ম ভাগ কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্বভারতী পাঠভবনের তরফ হইতে শ্রীক্ষিতীশ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; নূতন সংস্করণে ইহা 'পাঠপ্রচয়, চতুর্থ ভাগ' হইয়াছে।

২৫৪। সহজ পাঠ। (সচিত্র)

১ম ভাগ। বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ. ৫৩।

২য় ভাগ। বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ. ৫১।

২৫৫। আদর্শ প্রশ্ন, ১ম ভাগ। সেপ্টেম্বর ১৯৪০। পৃ. ২৪।

বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ২৭। ইহা 'রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ)' ২য় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সম্পাদিত গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল।

২৫৬। পদরত্নাবলী। বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ৵০ নিবেদন+৬সূচীপত্র+ ১৷০ ভূমিকা+১০৮।

"মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত।

২৫৭। সংস্কৃত প্রবেশ। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত।

প্রথম ভাগ। পৃ. ৫২। [১৩ জুলাই ১৯০৪]
দ্বিতীয় ভাগ। ইং ১৯০৫। পৃ. ৯১। [১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]
তৃতীয় ভাগ। পৃ. ৯৬। [৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]

২৫৮। শিক্ষক। (অর্থাৎ সংস্কৃতপ্রবেশের উত্তরমালা) প্রথম ভাগ। পৃ. ৬৮। [১৫ জুলাই, ১৯০৪]

২৫৯। সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকীয় রামায়ণম্। রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-কৃত। ইং ১৯১৫। পৃ. ২৪৯।

২৬০। কুরু পাণ্ডব। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮। পৃ. ২৭১।

এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—"কিছুকাল হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ বাংলায় সংকলন করেন। তাহাকেই সংহত করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে একথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে বাংলারচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলাভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কথা মনে রাখিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উচ্চতর-বর্গের জন্য এই গ্রন্থখানির প্রবর্তন হইল।"

২৬১। বাংলা কাব্যপরিচয়। ১৩৪৫ সাল। পৃ. ৩৪৯।

স্বরলিপি-পুস্তক

'ভারতী', 'সাধনা', 'বালক' প্রভৃতি পুরাতন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার কতকগুলি গানের স্বরলিপি আবার বিভিন্ন পুস্তকেও স্থান পাইয়াছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ কাঙালীচরণ সেন-সম্পাদিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি', শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'গীত-পরিচয়', শ্রীসরলা দেবী-সঙ্কলিত 'শতগানে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান তালিকায় একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের যে-সকল স্বরলিপি-পুস্তক এ-যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। মনে রাখা দরকার, গানগুলির সুর-সংযোজনা করিয়া দিয়াছিলেন প্রধানতঃ কবি স্বয়ং,—স্বরলিপি অন্যের কৃত। সম্প্রতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাঁহার একটি গানের স্বরলিপি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৯) প্রকাশিত হইয়াছে। গানটি—"এ কি সত্য সকলি সত্য, হে আমার চিরভক্ত··· ।"

২৬২। প্রায়শ্চিত্ত। (ঐতিহাসিক নাটক) পৃ. ১০৭+৫৭ (স্বরলিপি)।
[১৫ অক্টোবর ১৯০৯]

ইহাতে ২৩টি গানের স্বরলিপি আছে।

২৬৩। গীতলিপি। স্বরলিপি : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ম খণ্ড। পৃ. ৪৭। [১৬ জানুয়ারি ১৯১০]
২য় খণ্ড। ১৩১৭ সাল। পৃ. ৫০। [২০ জুন ১৯১০]
৩য় খণ্ড। পৃ. ৪৫। [২৫ আগষ্ট ১৯১০]
৪র্থ খণ্ড। পৃ. ৪৪। [১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১১]
৫ম খণ্ড। পৃ. ৪৩। [২৫ এপ্রিল ১৯১১]
৬ষ্ঠ ভাগ। পৃ. ৪০। [১ অক্টোবর ১৯১৮]

২৬৪। স্বরলিপি-গীতিমালা, ১ম ভাগ। নূতন সংস্করণ। [আশ্বিন] ১৩২০ সাল। পৃ. ১১২।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত। ইহাতে "রবীন্দ্রনাথের লৌকিক প্রেমাদি বিষয়ক ৬৮টি গানের অতি সহজ স্বরলিপি আছে।"

১৩০৪ সালের গোড়ায় দ্বারকিন্ এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক "শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত" 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩২০। ইহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থকার প্রভৃতির রচিত মোট ১৬৮টি গানের স্বরলিপি ছিল; তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সংখ্যা ১১৪। এই গানগুলির মধ্যে ৮৩টি গানের সুর-সংযোজনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, ১৯টি গানের সুর-সংযোজনা গ্রন্থকারের। ১২টি গানে সুর-রচয়িতার নাম দেওয়া নাই। ২টি গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সম্মিলিত রচনা,—"ভাসিয়ে দে তরী···" ও "সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ"। বিদ্যাপতির গান "ভরা বাদর মাহ ভাদর" এবং গোবিন্দদাসের গান "সুন্দরী রাধে আওএ বণি"তে রবীন্দ্রনাথ সুর-সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাহারও স্বরলিপি এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৬৫। গীতলেখা। স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ম ভাগ। ১৩২৪ সাল। পৃ. ৬০। [৩০ এপ্রিল ১৯২৮]
২য় ভাগ। ১৩২৫ সাল। পৃ. ৬০। [১৫ মে ১৯১৯]
৩য় ভাগ। ১৩২৭ সাল। পৃ. ৬০।

২৬৬। গীত-পত্র। স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ পৃষ্ঠা করিয়া ১ম-৫ম খণ্ড ··· [১ অক্টোবর ১৯১৮]
৩ পৃষ্ঠা করিয়া ৬ষ্ঠ-৮ম খণ্ড ··· [জানুয়ারি-মার্চ ১৯১৯]

'গীত-পত্রে'র প্রথম সাতটি সংখ্যায় যে গানগুলির স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা :—

১। বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ

২। শেফালি বনের মনের কামনা

৩। শরৎ আলোর কমলবনে

৪। শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি

৫। মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি

৬। দেশ দেশ নন্দিত করি

৭। জনগণমন-অধিনায়ক

ডালহাউসি স্কোয়ারের শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং 'গীত-পত্র' বিক্রয় করিতেন।

২৬৭। গীত-পঞ্চাশিকা। আশ্বিন ১৩২৫। পৃ. ১১৮।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৮। বৈতালিক। চৈত্র ১৩২৫। পৃ. ৬৩।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৯। গীতি-বীথিকা। বৈশাখ ১৩২৬। পৃ. ৫৬।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭০। কেতকী। শ্রাবণ ১৩২৬। পৃ. ৭০।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭১। শেফালী। ভাদ্র ১৩২৬। পৃ. ৬৪।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭২। কাব্যগীতি। পৌষ ১৩২৬। পৃ. ৬৭। [২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২০]।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৩। নবগীতিকা। স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ম খণ্ড। ১৩২৯ সাল। পৃ. ৮০। [২২ জুন ১৯২২]

২য় খণ্ড। ১৩২৯ সাল। পৃ. ৮১-২২৪। [২০ ডিসেম্বর ১৯২২]

২৭৪। বসন্ত। ১৩৩০ সাল। পৃ. ৬৩।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৫। মায়ার খেলা। আষাঢ় ১৩৩২। পৃ. ১২৩।

স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরা দেবী

২৭৬। গীত-মালিকা। স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ম ভাগ। ১৩৩৩ সাল। পৃ. ৯৮। [১৫ নবেম্বর ১৯২৬]

২য় ভাগ। পৌষ ১৩৩৬। পৃ. ১৩৬। [১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০]

২৭৭। সংগীত-গীতাঞ্জলি। ইং ১৯২৭। পৃ. ৩৬৮+২০ শুদ্ধিপত্র।

ইহাতে ইংরেজী-বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র গান ও ব্রহ্মসঙ্গীত, এবং 'বন্দে মাতরং' ও 'জনগণমন অধিনায়ক' গান দুইটি স্বরলিপি সহ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন—বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-শিক্ষক পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী।

২৭৮। বাল্মীকি-প্রতিভা। আশ্বিন ১৩৩৫। পৃ. ৮৫।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৯। তপতী (স্বরলিপি সহ)। ভাদ্র ১৩৩৬। পৃ. ১৮৫+৩+৪২।

২৮০। স্বর-বিতান।

১ম খণ্ড। ভাদ্র ১৩৪২। পৃ. ১০৩।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ. ১০৩।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

৩য় খণ্ড। বৈশাখ ১৩৪৫। পৃ. ১০৩।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪র্থ খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৬। পৃ. ৯৪।

স্বরলিপি : কাঙালীচরণ সেন

৫ম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯। পৃ. ৯৬।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমা কর, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

২৮১। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (স্বরলিপি সহ)। বৈশাখ ১৩৪৩। পৃ. ১০৯।

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

২৮২। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (স্বরলিপি সহ)। চৈত্র ১৩৪৫। পৃ. ১১০।

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

২৮৩। শ্যামা (নৃত্যনাট্য)। ভাদ্র ১৩৪৬। পৃ. ৯২।

স্বরলিপি : শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা

কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা—"অভিলাষ" নামে একটি দীর্ঘ কবিতা। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস উহা ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪) সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বপ্রথম ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেন। কবিতাটিতে লেখকের নাম দেওয়া নাই, শুধু উহা "দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত" বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস, ইহা তাঁহার আরও এক বৎসর পূর্ব্বের রচনা। কৌতূহলী পাঠকের জন্য কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

অভিলাষ।

দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত।

(১)

জন মনো মুগ্ধ কর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

(২)

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

(৩)

চলিল মানব দেখ বিমোহিত হয়ে,
পর্ব্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

(৪)

হিম ক্ষেত্র, জন-শূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়,
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

(৫)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণ ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

(৬)

ঐ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

(৭)

কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
"স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে?" তা নয় তা নয়।
"সুবর্ণ খনির মাঝে অন্ত কি তোমার?"
তা নয় যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

(৮)

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাষ,
ছুটিয়াছে, মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

(৯)

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

(১০)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্য্যকর আঁধার নরকে।

(১১)

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্ব্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

(১২)

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এসব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

(১৩)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্ব্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

(১৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

(১৫)

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুত পদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

(১৬)

দেখ দেখ বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাঁশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

(১৭)

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

(১৮)

দুরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পাড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

(১৯)

ঐ দেখ আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্প পরিপূর্ণ শোভন আপন।

(২০)

মনোহর কুঞ্জ-বন সুখের আগার
শিল্প পারিপাট্য যুক্ত প্রমোদ ভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজা পূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

(২১)

ভাবিল মুহূর্ত্ত তরে ভাবিল কৃষক
সকলি এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ঐ বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ঐ শোভন প্রদেশ।

(২২)

মুহূর্ত্তেক পরে তার মুহূর্ত্তেক পরে
লীন হ'ল চিত্রচয় চিত্তপট হোতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
"আছে কি এমন সুখ আমার কপালে ?"

(২৩)

"আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষা চয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্ত্তের তরে
কার্য্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়"।

(২৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্ত মাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজ-দণ্ড ঐশ্বর্য্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

(২৫)

ঐ দেখ গুপ্ত হত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।

(২৬)

হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ঐ দেখ ঐ দেখ রক্ত মাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

(২৭)

কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন ?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন ?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন ?
সুখ কভু তারে কিগো কটাক্ষ করিবে ?

(২৮)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে ?

(২৯)

কখনই নয় তাহা কখনই নয়
পাপের কি ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কি শাস্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনই নয় তাহা কখনই নয়।

(৩০)

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাশন কাছে
বিমল সুখের হায় স্নিগ্ধ সমীরণ
হুতাশন সম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভাল লাগে আর

(৩১)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
সে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

(৩২)

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

(৩৩)

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ !
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

(৩৪)

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলশ এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙ্গিল হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

(৩৫)

দুর্য্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডু পুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

(৩৬)

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

(৩৭)

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্ম্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

(৩৮)

উচ্চ অভিলাষ ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবী মণ্ডলে
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে ?

(৩৯)

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে ?

এখনও পর্য্যন্ত যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে "অভিলাষ"ই যে কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে নাই।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন ১২৮০ সালের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "ভারত ভূমি" নামে একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা

সাহিত্যের কথা' (১৩৪৯) পুস্তকের "তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে" তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ঃ—

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একটা নূতন তথ্য আমার চোখে পড়িয়াছে। তাহা এইখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হইতেছে 'ভারত ভূমি'। ইহা দ্বিতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন বঙ্গদর্শনে লেখকদের নাম থাকিত না, তাই কবিতাটির লেখকের নাম দেওয়া হয় নাই। কবিতাটির শীর্ষে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন, "এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা তাহার অনেকগুলি প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ। দ্বিতীয়তঃ রচনারীতি বালক রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির অনুরূপ। বিশেষতঃ যে কালে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল সে কালে চৌদ্দ বছরের আর কোন কবির কলম হইতে

"যবে তুই ফুলবালা গলে ধরি করে খেলা
দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন ;"

অথবা

"জ্বলিছে চন্দ্রের ছায়া নদীর উপরি"

এমন ছত্র বাহির হওয়া অসম্ভব ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে "ফুলবালা"-র যুগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

তৃতীয়তঃ সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই বৎসরেরই বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের

স্বপ্ন-প্রয়াণের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুমান হয় দ্বিজেন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রকাশার্থ বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে পণ্ডিতের কাছে মেঘনাদবধ পড়িতেন, তাই মধুসূদনের কাব্যের কিছু প্রভাব এই কবিতাটির উপর পড়িয়াছে।

পঞ্চমতঃ সে সময়ে বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় ছিল প্রধানতঃ patriotism বা দেশানুরাগ, এবং ভাব ছিল বিষাদময়।— পৃ. ১৶০, ১।০

"ভারত ভূমি" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা হইলে আপাততঃ এটিকেই কবির সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, সে-সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ সুকুমার-বাবু উপস্থিত করিতে পারেন নাই; তিনি যাহাকে "প্রমাণ" বলিতেছেন, তাহা একান্তই অনুমান! বরং কবিতাটি যে অন্য কাহারও—রবীন্দ্র-নাথের নহে, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে; কারণগুলি এই:—

(১) "ভারত ভূমি" কবিতাটির উপরে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন:—"এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।" কবিতাটি ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ (১৮৭৪, জানুয়ারি) মাসে প্রকাশিত হয়; এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বৎসর সাত মাস, (৭ মে ১৮৬১ তারিখে কবির জন্ম)। সাড়ে বারো বৎসরের বালককে বঙ্কিমচন্দ্র "চতুর্দ্দশ বর্ষীয়" বলিয়া উল্লেখ করিবেন— ইহা কষ্টকল্পনা। কিন্তু কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা প্রমাণ করিবার জন্য সুকুমার বাবুকে হিসাবে গোঁজামিল দিয়া সার্দ্ধ-দ্বাদশবর্ষবয়স্ক কবির বয়স কখন "তের-চৌদ্দ," কখন বা "চৌদ্দ" বৎসর ধরিতে হইয়াছে!

(২) রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত।" এ হেন 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে কবি যে সে-কথা বিস্মৃত হইতেন না, এবং 'জীবন-স্মৃতি'তে বা অন্যত্র তাহার উল্লেখ করিতেন, তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ।

কবিতাটি যদি বালক রবীন্দ্রনাথের না হয়, তাহা হইলে কাহার রচনা? আনন্দের কথা, ইহার লেখকের নাম আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি।

"ভারত ভূমি" কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রের) প্রথম রচনা। জ্যোতিশ্চন্দ্রই যে ইহার লেখক, তাহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত ডায়ারি পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি। ডায়ারির ১৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

"মৎকর্ত্তৃক লিখিত কবিতাবলী।

১। ভারতভূমি—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮০।"

'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'এডুকেশন গেজেট' প্রভৃতিতে তিনি যে-সকল রচনা স্বনামে, অন্য নামে বা নাম না দিয়া প্রকাশ করেন, জ্যোতিশ্চন্দ্র তাহার একটি স্বতন্ত্র তালিকাও রাখিয়া গিয়াছেন। এই তালিকাও আমি দেখিয়াছি; ইহাতে প্রকাশ :—

"১। ভারতভূমি (কবিতা) বঙ্গদর্শন ১২৮০ anonymous."

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (১২৮০, মাঘ) মাসের 'বঙ্গদর্শনে' যখন "ভারত ভূমি" কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন জ্যোতিশ্চন্দ্রের বয়স

চতুর্দ্দশ বৎসর। তাঁহার ডায়ারিতে তাঁহার জন্মতারিখ—"১ জানুয়ারি ১৮৬০" পাইতেছি। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' "এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকে"র রচনা বলিয়া যে মন্তব্য করেন, তাহাতে কোন ভুল নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশ্চন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই কারণেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রথম রচনা "ভারত ভূমি" কবিতাটি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া ও অংশতঃ ছাঁটিয়া প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি কবিতাটির উপরে মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ—"...কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।" অপর কোন বালকের রচনা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র এতটা করিতেন কি না সন্দেহ।

জ্যোতিশ্চন্দ্রের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার পিতার পুরাতন ডায়ারিগুলি আছে; যে-কেহ ইচ্ছা করিলে উহা দেখিতে পারেন। শতঞ্জীব বাবু পিতার ডায়ারিগুলি আমাকে দেখাইয়াছেন এবং সেগুলি হইতে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিবার সম্মতি দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।*

* ডক্টর সুকুমার সেনের এই "আবিষ্কার" ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ১৩৪৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রচার করিয়াছেন। প্রচারকালে তিনিও এরূপ কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বলিয়া স্বতঃই মনে হইবে। এই সম্বন্ধে ১৩৫০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমার লিখিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম রচনা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "অভিলাষ" কবিতাটিতে কবির নাম দেওয়া ছিল না। কিন্তু যে-কবিতা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নামসংযুক্ত হইয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, উহা "হিন্দুমেলায় উপহার"; ইহা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্শী-বাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় পঠিত ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি আমিই প্রথম 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পুরাতন ফাইল হইতে উদ্ধার করিয়া, ১৩৩৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৫৮০-৮১) পুনর্মুদ্রিত করি। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'তে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

এই হিন্দুমেলায় কবি তাঁহার রচনা লইয়া সর্ব্বপ্রথম সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ তারিখে কলিকাতার *The Indian Daily News* এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

> "*The Hindoo Mela.*" The Ninth Anniversary of the Hindoo *mela* was opened at 4 p. m. on Thursday, the 11th instant, at the well-known Parseebagan...on the Circular Road, by Rajah Komul Krishna, Bahadoor, the President of the National Society...
>
> Baboo Robindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendro Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone, much pleased his audience.

কবির বয়স এই সময় ১৫ নহে,—১৩ বৎসর ৯ মাস। কৌতূহলী পাঠকের জন্য কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

[অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৪ ফাল্গুন ১২৮১]

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।

২

স্তবধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত—চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির;
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিলো ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিলো ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেত্রের মত।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

১০

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১২

দেখেছি সে দিন যবে পৃথ্বিরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩

দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীর বালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময় ;
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি
মাটীর সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫

আবার সে দিন (ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারতভূমি
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন ;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবিবে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

আমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিন্দুমেলায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ আর একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন ; লর্ড লিটনের আমলে দিল্লী দরবার উপলক্ষে কবিতাটি লিখিত হয়। এই কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট স্মৃতি শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী'র ১ম খণ্ডে (পৃ. ৪৯) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন :—

> কবিতাটির ভাব এইরূপ ছিল যে প্রাচীনকালে সম্রাটরা এই রাজসূয়াদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন ; সেসব উৎসবের দিনে ভারতের কি দশা ছিল, আর আজ সেই দিল্লীতে কি দেখিতে রাজারা উপস্থিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এইটুকুমাত্র স্মরণ আছে—কোনো পংক্তি বলিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, কবিতাটি কখনও মুদ্রিত হয় নাই। তিনি একবার জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন :—"সেটি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে লিখিত হয়। বহু উৎকট রকমের অনেক কথা আছে বলিয়া উহা কখনও ছাপা হয় নাই।" ('সুপ্রভাত', ৩য় বর্ষ, ১৩১৭)

সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি বিলুপ্ত হয় নাই। এই কবিতাটিই যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী নাটকে'র (ইং ১৮৮২) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগত কবিতা, শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষই তাহা সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জানান। এই কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট স্মৃতির সহিত শুভসিংহের স্বগত কবিতাটির ভাবের হুবহু মিল আছে—শুধু "ব্রিটিশ"এর স্থলে নাটকের প্রয়োজনে "মোগল" বসানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে কবিতাটি দেখাইতে তিনি ঐটিকে

হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা

তাঁহার হিন্দুমেলায় পঠিত সেই বিলুপ্ত কবিতা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কবিতাটি নিম্নে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল :—

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে !
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতি-কূলে, আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে সুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান ?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান ?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,

আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!
মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, মোগল-চরণে লোটাতে শির—
অই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল রাজের বিজয় রবে?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ

গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

> ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন।

ম্যাকবেথের ন্যায় কুমারসম্ভবও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়াছিলেন কি না, 'জীবন-স্মৃতি'তে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সম্প্রতি রবীন্দ্র-ভবনে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের একটি জীর্ণ পাণ্ডুলিপিতে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের ৪৩টি শ্লোকের (২৫-২৮, ৩১, ৩৫-৭২) অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। নব-আবিষ্কৃত তথ্য বোধে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এই অনুবাদ ১৩৫০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছেন। "পাণ্ডুলিপির জীর্ণতাবশত অনেক স্থলে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।" সুখের বিষয়, কুমারসম্ভবের এই অনুবাদ ১২৮৪ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতী'র "সম্পাদকীয় বৈঠকে"র শেষে "মদন ভস্ম" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেখা যাইতেছে, কিছু পরিমার্জনের পর রবীন্দ্রনাথ ৪২টি শ্লোকের (৪৩নং বাদে) অনুবাদ 'ভারতী'তে প্রকাশ করেন। আমরা এই অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

মদন ভস্ম।

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়,
দক্ষিণের দিক-বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিঃশ্বাস।

নূপুর-শিঞ্জন-সহ সুন্দরী-কুলের
চারু পদ-পরশের বিলম্ব না সহি,
অশোকের কাঁধ হৈতে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া
ফুটিয়া উঠিল ফুল পল্লব সহিতে।

কচি কচি নবীন পল্লব উদগমে
সম্পুপ্তি লভিল যেই নব-চূত-বাণ,
বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুম-ধন্থর যেন নামাক্ষরগুলি।

কর্ণিকার-ফুলের এমন বর্ণ শোভা,
সৌরভ নাহি রে তার, বড় প্রাণে বাজে!
একাধারে সব গুণ বর্ত্তিবে যে কভু
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাহে বাম।

মর্ম্মর শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে—
হেন বনে মদ-ভরে উদ্ধত হইয়া
বায়ুর প্রত্যভিমুখে চরে মৃগ কুল,—
পিয়াল-মঞ্জরী হ'তে উড়ি' আসি রেণু
করিতেছে তা'-সবার নয়ন আকুল।

উদ্ধত-কুসুম-ধনু সঙ্গে লয়ে রতি
সেই ঠাঁই যখন হইলা উপনীত,
জীব-জন্তু সবাকার মরমে মরমে
কি যে রস সঞ্চারিল, অন্তরের ভাব
বাহিরিতে লাগিল সবার সব কাজে।

ভ্রমরীর পিছে পিছে উড়িয়া ভ্রমর
একই কুসুম-পাত্রে মধু কৈল পান;
কৃষ্ণসার-মৃগবর মৃগীর শরীরে
শৃঙ্গ বুলাইছে কিবা, পরশের সুখে
মুদিয়া আসিছে আঁখি কুরঙ্গিণীটির।

রসাবেশে করিণী হইয়া গদ-গদ
গণ্ডূষ করিয়া লয়ে পদ্মগন্ধী জল
পিয়াইয়া দিল তাহা প্রিয় মাতঙ্গেরে।
থামে যেই কিন্নরী করিয়া গীত গান,—
যখন মুখ-মণ্ডলে পত্রলেখা-ছাপ
উঠিয়া গিয়াছে কিছু শ্রম-জল লাগি,
ঘুরিছে আঁখি যখন পুষ্প মদ ভরে,—
সেই অবসরটিতে বসিয়া কিন্নর
প্রেয়সীর বিধুমুখ চুম্বে ঘন ঘন।

লতা-বধূ যতেক কানন-বন-ময়—
কুসুম-স্তবক-ভার স্তন যাহাদের,
নব-কিশলয় আর ওষ্ঠ মনোহর,

বাঁধিল তাহারা সবে গাঢ় আলিঙ্গনে
তরু-শাখা-সবাকারে, নম্র ফুল-ভরে।

দিব্য শুনা যাইতেছে অপ্সরীর গান
তবুও শঙ্কর-দেব ধ্যান-পরায়ণ,
আপনি আপন-প্রভু যে মহাপুরুষ,
কোন বিঘ্ন কভু তাঁরে নারে টলাইতে।

লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেম-বেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত।

নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
মূক হ'ল বিহঙ্গম, শান্ত মৃগ-কুল,
সমস্ত কাননময় তাহারি শাসনে
ছবি-সম যে যেমন তেমনি রহিল।

আসন্ন মরণ নাকি মদনের, তাই
দেবদারু-বেদীতে শার্দ্দূল-চর্ম্মাসনে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে।
পূর্ব্বকায় ঋজু-স্থির, স্কন্ধ দুই নত,
কর-দুটি শোভিতেছে উর্দ্ধ-মুখ-তল,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন অঙ্কের মাঝারে।

জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন,
দুই ফের করি আর কানে অক্ষমালা,
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন আছেন যা' পরি
হয়েছে বিশেষ নীলকণ্ঠের প্রভায়।

চক্ষে নাহি পলক, স্তিমিত উগ্র তারা
কিঞ্চিত কেবল পাইতেছে পরকাশ,
ভুরু-দ্বয়ে বিকারের প্রসঙ্গটি নাই,
নাসিকার অগ্রভাগে লক্ষ্য আছে পড়ি।

জল-পূর্ণ জলদ বৃষ্টির নাহি নাম,
অকূল অগাধসিন্ধু তরঙ্গটি নাই,
নিবাত-নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপ যেমন,
এমনি হইয়াছেন প্রাণ-বায়ু-রোধে।

জ্যোতির অঙ্কুর যাহা ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে
উঠিয়াছে, পথ পেয়ে মধ্যের আঁখিতে—
মৃণালের সূত্র হ'তে সুকুমারতর
নব শশধর-শ্রীকে করিছে মলিন।

ইন্দ্রিয় হইতে মন ফিরাইয়া আনি
হৃদয়ে স্থাপন করি সমাধির বশে,
যে অক্ষর পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞ জন জানে,
আত্মাতে সেই আত্মারে দেখিছেন তিনি।

মনেরো অধৃষ্য যিনি, অদূরে তাঁহারে
নিরখি অমন ধারা ধ্যানে নিমগন,
এমনি জড় আড়ষ্ট হইল মদন

হাত হৈতে পড়ি গেল ধনুর্ব্বাণ খসি,
কখন্ যে পড়িল তা নারিল জানিতে।

বীর্য্য নিভ' নিভ' প্রায় এই যে তাহার
উস্কাইয়া তুলি তাহা রূপের ছটায়,
পর্ব্বত-রাজ-দুহিতা দেখা দিল আসি,
পাছু পাছু দুই বন-দেবতা সুন্দরী।

পদ্মরাগ মণি জিনি অশোক-কুসুম,
কাড়িয়াছে হেমদ্যুতি কর্ণিকার-ফুল,
হইয়াছে সিন্ধুবার মুকুতা-কলাপ,
বসন্ত কুসুম যত অঙ্গ-আভরণ।

স্তনভারে নতকায় কিঞ্চিত অমনি,
তরুণ তরুণ রাগ বসনে আবার,
কুসুম-স্তবক-ভরে নম্র আহা মরি
সঞ্চারিণী পল্লবিনী যেন গো লতাটি।

খসি খসি পড়িতেছে বকুল মেখলা,
পুনঃ পুনঃ রাখিছেন আটক করিয়া।

ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাস সৌরভে
বিম্ব অধরের কাছে বেড়ায় ঘুরিয়া,
চঞ্চল-নয়ন-পাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলা শতদল নাড়ি দিতেছেন তাড়া।

যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখি মদন,
জিতেন্দ্রিয় শূলি-প্রতি স্বকাজ সাধিতে
পুনরায় বক্ষে নিজ বাঁধিল সাহস।

এমন সময় উমা ভবিষ্যৎ-পতি
মহেশের দুয়ারে হইলা উপনীত,
তিনিও পরম জ্যোতি পরমাত্ম রূপ
নিরখি অন্তরে ক্ষান্ত হইলেন যোগে।

ক্রমে ক্রমে প্রাণ বায়ু করিয়া মোচন
যোগাসন শিথিল করিতেছেন হর,
ওদিকে ভুজঙ্গ-অধিপতির মস্তকে
কষ্টকর ঠেকিতেছে ধরণীর ভার।

নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
নিবেদিল, "এসেছেন শুশ্রূষার তরে
শৈলসুতা," মহেশের ভ্রূক্ষেপ হ'তেই
প্রবেশের অনুমতি হইল বুঝিয়া
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইল তথি।

সখী দুটি মহাদেবে করিয়া প্রণাম
উমার স্বহস্তে-তোলা পল্লবে জড়িত
হিম-সিক্ত ফুলগুলি অর্পিল চরণে।
উমাও যেমন তাঁরে করিলা প্রণাম,
সুনীল অলক-শোভী নব কর্ণিকার
খসিয়া অবনী-তলে পড়িল অমনি।

অনন্য-ভাজন পতি লাভ কর বলি
আশীষিলা মহাদেব,—যথার্থ আশীষ,

উচ্চরিত হয় যবে ঈশ্বরের বাণী
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটনা।

বহ্নি-মুখ-কামী কাম, পতঙ্গ যেমতি,
অবসর ঠাহরিয়া বাণ সন্ধানের
মুহূর্ত্তেক আকর্ষিল শরাসন-গুণ।

পার্ব্বতী এ হেন কালে তাম্র-রুচি করে
লয়ে গেলা মন্দাকিনী-পদ্মবীজ মালা
ভানুর কিরণে শুষ্ক, শিবেরে সঁপিতে।

ভকত-বাৎসল্য-হেতু যেমন শঙ্কর
লইবেন আদরে পুষ্কর-বীজ-মালা,
অমনি অব্যর্থ বাণ, নাম সম্মোহন,
শরাসনে যুড়িল কুসুম-শরাসন।

চন্দ্রোদয়-আরম্ভে যেমন অম্বুরাশি,
এক রতি অধীর হইল তাঁর মন,
বিম্বাধর-শোভিত উমার মুখপানে
ত্রিনয়ন নিবেশিলা শম্ভু একেবারে।

উমাও মনের ভাব নারিলা ঢাকিতে—
অঙ্গ যেন বিকসিত কদম্ব কুসুম,
লজ্জায় বিভ্রান্ত আঁখি সামালিতে নারি
আড় ভাবে রাখিলেন চারু মুখ-খানি।

মহাবশী মহাদেব, অন্য কেহ নয়!
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিলা নয়ন-পাত দিগ্‌দিগন্তরে।

মদনেরে দেখিলেন, দক্ষিণ অপাঙ্গে
মুষ্টি রহিয়াছে লগ্ন, ধনুর্গুণ-ধারী,
বাম পদ কুঞ্চিত, কাঁধের দিক্ নত,
চক্রাকার করিয়া সুন্দর ধনুখানি
টানিয়াছে গুণ, মারে আর কি সে বাণ।

বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যার ভঙ্গে,
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে তাকায় মুখ পানে
সাধ্য নাই কাহারো, তৃতীয় নেত্র হ'তে
স্ফুরন্ত-উদচি বহ্নি ছুটিল সহসা।

"ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর"—এই বাণী
দেবতা-সবার হোথা চরিছে বাতাসে,
হেথায় সে হুতাশন ভবনেত্র-জাত
করিল মদন তনু ভস্ম-অবশেষ।

কুমারসম্ভব।

* * *

'জীবন-স্মৃতি'তে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক 'ম্যাকবেথ' নাটকের বাংলা ছন্দে তর্জ্জমার কথা আছে।

ম্যাকবেথের এই তর্জ্জমা বালক রবীন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সমক্ষে সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হাল্‌কা হইয়াছে।

'ম্যাকবেথে' ডাকিনীদের উক্তির কেবল দুইটি পংক্তি রবীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল। তাহা এই—

> বাজ-বিজুলি বৃষ্টিজলে মিলব কখন তিন বোনে—
> তিনজনে।

ইহার আরও দুইটি পংক্তি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতি হইতে আমাদের নিকট আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

> কালো বেড়াল তিন বার করেছিল চীৎকার।
> তিন বার আর এক বার সজারুটা ডেকেছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদের ডাকিনী অধ্যায়টি বিলুপ্ত হয় নাই ; শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস উহা ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী' হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ('শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন ১৩৪৬)। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত পংক্তিটি একটু ভিন্ন আকারে এবং অবনীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত পংক্তি দুইটি অবিকৃত ভাবেই আছে, সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।* কৌতূহলী পাঠকের জন্য

* 'ভারতী'তে প্রকাশিত ম্যাকবেথের ডাকিনী-অংশের অনুবাদটি যে রবীন্দ্রনাথেরই, সম্প্রতি তাহার একটি নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 'জীবন-স্মৃতি' বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ উহার একাধিক খসড়া করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত একটি খসড়ায়, বর্ত্তমান সংস্করণে বর্জ্জিত নিম্নোদ্ধৃত অংশটি আছে :—

'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ম্যাকবেথে'র ঐ অংশটি নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

(ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথ্)

দৃশ্য। বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা— ঝড় বাদলে আবার কখন
মিল্‌ব মোরা তিন জনে।

২য় ডা— ঝগড়া ঝাঁটি থাম্‌বে যখন,
হার জিত সব মিট্‌বে রণে।

৩য় ডা— সাঁঝের আগেই হবে সে ত ;

১ম ডা— মিলব কোথায় বোলে দে ত।

২য় ডা— কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।

৩য় ডা— ম্যাক্বেথ সেথা আস্‌চে আজ।

১ম ডা— কটা বেড়াল! যাচ্ছি ওরে!

২য় ডা— ঐ বুঝি ব্যাঙ্‌ ডাক্‌চে মোরে!

৩য় ডা— চল্‌ তবে চল্‌ ত্বরা কোরে!

সকলে— মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

প্রস্থান।

"...সেই [ম্যাকবেথ] অনুবাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনাদের অংশটা অনেক দিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"—"জীবন-স্মৃতির খসড়া", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ. ১১৭।

দৃশ্য। এক প্রান্তর। বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি ?
২য় ডা—মারতেছিলুম শুয়োর গুলি।
৩য় ডা—তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে?
১ম ডা—দেখ্, একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্ মচিয়ে
কচ্ মচিয়ে
কচ্ মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে
পোড়ার মুখী বোল্লে রেগে
"ডাইনি মাগী যা' তুই ভেগে।"
আলাপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি
কোর্‌ব আমি—
নইক আমি এমন মেয়ে!
২য় ডা—আমি দেব বাতাস একটি
১ম ডা—তুমি ভাই বেশ লোকটি !
৩য় ডা—একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা—বাকি সব আমারি আছে।

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেল্‌ব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে।
মিশ্‌বে না কেউ তাহার সাথে।
একাশি বার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে হবে সারা।
বল্ দেখি বোন, এইটে কি !
২য় ডা—কই, কই, কই, দেখি, দেখি।
১ম ডা—একটা মাঝির বুড় আঙুল
রোয়েছে লো বোন, আমার কাছে,
বাড়ি-মুখো জাহাজ তাহার
পথের মধ্যে মারা গেছে।
৩য়—ঐ শোন্ শোন্ বাজল ভেরী
আসে ম্যাকেথ, নাইক দেরী।

দৃশ্য—গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ। বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—কালো বেড়াল তিন বার
করেছিল চীৎকার।
২য় ডা—তিন বার আর এক বার
সজারুটা ডেকেছিল।

৩য় ডা—হার্পি বলে আকাশ তলে
"সময় হোল" "সময় হোল !"
১ম ডা—আয়রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে
বিষ মাখা ওই নাড়ি ভুঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্‌রে ছুঁড়ি'।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে,
হোয়েছে সে বিষে পোরা
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ব মোরা।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলরে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য়—জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
গির্গিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিক্‌টিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুওর শোঁয়া।
শক্ত ওষুধ কোরতে হবে
টগ্‌বগিয়ে ফোটাই তবে।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
৩য়—মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি-মরা, হাঙ্গর ব্যাঁৎ,
ইষের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে,
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণ-কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আন্‌গে রে সেই ভ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন তাতে।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলরে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
দ্বি ডা—বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠাণ্ডা কোরতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচনা

'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে'র প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গান প্রসঙ্গে আমরা এইরূপ লিখিয়াছিলাম :—

> কালক্রম-অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত গানের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম নাটকে'র (জুলাই ১৮৭৪) অন্তর্ভুক্ত একটি গানেরই স্থান প্রথম। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত গলা মিলাইয়া বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু এই গানটি কি ভাবে গাহিতেন, তাহার উল্লেখ আছে। গানটি এই :—
>
> খাম্বাজ—একতালা।
>
> এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
> এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
> আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
> আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
> আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
> অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
> টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
> তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
> তা হলে আসুক বাধা, বাঁধুক প্রলয়,
> আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥

এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গান বলিলে ভুল করা হইবে। কারণ দেখা যাইতেছে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ 'পুরুবিক্রম নাটকে' গানটি নাই; ইহা ১৮০১ শকে (ইং ১৮৭৯) প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে প্রথম মুদ্রিত হয়। তবে

গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গোড়াকার নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রচিত অনেক গান প্রচ্ছন্ন আছে; ইহার কোন-কোনটি পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলীতে স্থান পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এমন গানও আছে, যাহা এখনও রবীন্দ্রনাথের রচনাভুক্ত হয় নাই। 'সরোজিনী নাটকে'র (৩০ নবেম্বর ১৮৭৫) অন্তর্ভুক্ত এই গানটিও রবীন্দ্রনাথের :—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন!—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয়লো চিতায় আয়লো সই!
জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দ্যাখ্‌রে যবন! দ্যাখ্‌রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥
আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ!
দ্যাখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দ্যাখ্ রে চন্দ্রমা, দ্যাখ্ রে গগন!
স্বর্গ হ'তে সব দ্যাখ্ দেবগণ,
জ্বলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দ্যাখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—

রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।—পৃ. ১৪৭।

পুস্তক-সূচী